

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের
মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগ ভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন- সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন- সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	গৃহায়ন ও গণপূর্ত	০৫টি	০৫টি	০টি	০টি	০৩টি	০৪টি	সর্বনিম্ন-৬৭% সর্বোচ্চ-২০০%	০৩টি	সর্বনিম্ন- ১৭.২৯% সর্বোচ্চ- ১০২%

- ১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা: ০৫টি
- ২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ: ভূমি অধিগ্রহণে জটিলতা, কার্যপরিধির হ্রাস-বৃদ্ধি, টেন্ডার প্রক্রিয়ায় বিলম্ব ও রোট সিডিউল পরিবর্তন।
- ৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

সমস্যা	সুপারিশ
৩.১ ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন না করা : সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত বিধি, ২০০৮ এর ১৬ নং বিধি অনুযায়ী অত্র প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহ ও ক্রয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অর্থ বছরের শুরুতে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়নি। পিপিআর এর ১৬ নং বিধিতে উল্লেখ রয়েছে যে, "ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন সকল ক্রয়কারীর জন্য বাধ্যতামূলক হইবে"। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন না করায় পিপিআর এর ১৬ নং বিধির ব্যত্যয় ঘটেছে।	৩.১ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা যথাযথভাবে প্রতিপালনে ব্যর্থতার কারণসমূহ উদঘাটন করে পরবর্তীতে তা প্রতিপালনের বিষয়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থা নিশ্চিত করবে;
৩.২ ভৌত নির্মাণ কাজে ল্যাবরেটরি টেস্ট সম্পন্ন না হওয়া : অত্র প্রকল্পের আওতায় ১১টি লটের মাধ্যমে ২.১৯ কি:মি: রাস্তা নির্মাণসহ তৎসংলগ্ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১১টি লটের মধ্যে কিছু লটের আওতায় ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রির ল্যাবরেটরি টেস্ট সম্পন্ন করা হলেও অধিকাংশ লটের আওতায় ব্যবহৃত সকল নির্মাণ উপকরণাদির ল্যাবরেটরি টেস্ট সম্পন্ন করা হয়নি। নির্মাণ উপকরণাদির মান নিশ্চিত করার স্বার্থে সকল নির্মাণ উপকরণাদির ল্যাবরেটরি টেস্ট সম্পাদন করার আবশ্যিকতা ছিল।	৩.২ ভৌত নির্মাণ উপকরণাদির মান নিশ্চিত করার স্বার্থে সকল নির্মাণ উপকরণাদির ল্যাবরেটরি টেস্ট সম্পন্ন করত: তার যথাযথ ব্যবহার বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে
৩.৩ Time over run ও Cost over run: প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র তুলনায় এর বাস্তবায়ন সময় উল্লেখযোগ্য হারে অতিক্রান্ত হয়েছে। মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকালের চেয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ০৪ (চার) বছর সময় বেশী (২০০%) লেগেছে। ফলে উপকারভোগীদের প্রকল্পের সুফল পেতে বিলম্ব ঘটেছে।	৩.৩ প্রকল্প প্রণয়নকালে এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যাতে প্রকল্পের Time over run ও Cost over run না ঘটিয়ে নির্ধারিত ব্যয় ও সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করা যায়। এতে সরকারের বাস্তবায়িত প্রকল্প যথাসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে এবং সরকারি অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে

<p>প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র তুলনায় বাস্তবায়ন ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা ১৯৯১.০০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে (৭৯.৬৬%)। মূল ভৌত নির্মাণ কাজের জন্য ৬০৪.৬৫ লক্ষ টাকা চুক্তি সম্পাদিত হলেও প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পাওয়ায় ঐ একই কাজ করতে ব্যয় হয়েছে ৮৭৬.৪৩ লক্ষ টাকা।</p>	
<p>৩.৪ জনবল না থাকাঃ অত্র প্রকল্পের আওতায় ৮৪.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০১টি হইল লোডার ক্রয় করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ক্রয়কৃত হইল লোডারটি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে একেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে, আধুনিক এই হইল লোডারটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ও দক্ষ জনবল আরডিএতে না থাকায় এই যন্ত্রটির সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।</p>	<p>৩.৪ প্রকল্পের আওতায় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের পূর্বে তার পরিচালনা ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রয়োজনীয় জনবলের সংস্থান নিশ্চিত করতে হবে</p>
<p>৩.৫ এক্সটার্নাল ও ইন্টারনাল অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি না হওয়া: প্রাপ্ত পিসিআর ও পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, অত্র প্রকল্পের উপর ০২ বার ইন্টারনাল অডিট ও ০১ বার এক্সটার্নাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে তবে বেশ কয়েকটি অডিট আপত্তি রয়েছে যা এখনো নিষ্পন্ন করা হয়নি। আর্থিক স্বচ্ছতার স্বার্থে অত্র প্রকল্পের অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পন্ন করা প্রয়োজন।</p>	<p>৩.৫ আর্থিক স্বচ্ছতার স্বার্থে প্রকল্পটির অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে</p>
<p>৩.৬ পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন না করা : অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) সভা ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবার কথা থাকলেও প্রকল্প বাস্তবায়নকালে কোন পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক নিয়মিতভাবে পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজনের আবশ্যিকতা ছিল।</p>	<p>৩.৬ প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও মনিটরিংয়ের স্বার্থে নিয়মিতভাবে পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজনে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে;</p>

**ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি) এর
কেন্দ্রীয় ভবন কমপ্লেক্সের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৩য় পর্যায়) শীর্ষক
প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত: জুন, ২০১৪)**

- ১। প্রকল্পের নাম : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি) এর কেন্দ্রীয় ভবন কমপ্লেক্সের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (৩য় পর্যায়)।
- ২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
- ৩। নির্বাহী সংস্থা : আইডিইবি (ডেলিগেটেড ওয়ার্ক হিসেবে গণপূর্ত অধিদপ্তর প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে)।
- ৪। প্রকল্পের অবস্থান : আইডিইবি কেন্দ্রীয় ভবন কমপ্লেক্স, ১৬০/এ, কাকরাইল রোড, রমনা, ঢাকা।

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২০৮২.৬০*	-	২০৮২.৬০*	১লা জুলাই, ২০১২ হতে ৩০ জুন, ২০১৪	-	২৩ ডিসেম্বর, ২০১২ হতে ৩০ জুন, ২০১৪	-	-

* আইডিইবি'র নিজস্ব তহবিলের ২০০.০০ লক্ষ টাকাসহ।

৬। অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক (%)	বাস্তব পরিমাণ (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	(ক) রাজস্ব					
১.	স্থাপত্য ও কাঠামোগত নকশা প্রণয়ন, মডেলিং, প্লটার, স্টেশনারী ইত্যাদি	L.S	৫.০০	L.S	৫.০০	L.S
	মূলধন :					
৪.	অবকাঠামো নির্মাণ	ব: মি:	১৪৪২.২০	৬৬৯০ ব:মি:	১৪১৮.৯৬ ২৩.২৪	৫৮৫৭ ব:মি:
৫.	অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন	ব: মি:	৫৫.২৫	৬৬৯০ ব:মি:	৫৫.২৫	৫৮৫৭ ব:মি:
৬.	গ্যাস সংযোগ	ব: মি:	২.০০	৬৬৯০ ব:মি:	২.০০	৫৮৫৭ ব:মি:
৭.	অভ্যন্তরীণ বিদ্যুতায়ন	ব: মি:	৯৫.৩৩	৬৬৯০ ব:মি:	৯৫.৩৩	৫৮৫৭ ব:মি:
৮	৬০ এইচপি সেন্দ্রিফিউগাল পাম্প	সংখ্যা	১৯.৪৮	২ টি	১৯.৪৮	২ টি

ক্রমিক নং	আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংশের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক (%)	বাস্তব পরিমাণ (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৯	লিফট ক্রয়	সংখ্যা	৮০.০০	২টি	৮০.০০	২টি
১০.	এয়ার কুলার স্থাপন	টন	১৫০.০৭	২৩৯ টন	১৫০.০৭	২০৯ টন
১১.	লাইটিং কন্ডাক্টর	L.S	৭.৭৬	L.S	৭.৭৬	L.S
১২.	ফায়ার প্রটেকশন, ডিটেকশন ও অ্যালার্ম সিস্টেম	L.S	১১৩.৯২	L.S	১১৩.৯২	L.S
১৩.	টেলিফোন, ইন্টারকম, ডিশ এ্যান্টেনা	L.S	৭.০০	L.S	৭.০০	L.S
১৪.	কনফারেন্স ও পিএ সিস্টেম	L.S	৩৪.০০	L.S	৩৪.০০	L.S
১৫.	ডিপিডিসি চার্জ	থোক	২০.০০	-	২০.০০	-
১৬.	যন্ত্রপাতি ও উপকরণ	সংখ্যা	১৫.০০	২১টি	১৫.০০	২১টি
১৭.	আসবাবপত্র	সংখ্যা	১৫.০০	৩১১টি	১৫.০০	৩১১টি
১৮.	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	-	২০.৫৯	-	২০.৫৯	-
	মোট =		২০.৮২.৬০		২০৮২.৬০	

(পিসিআর প্রাপ্ত তথ্য)

০৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) :** আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে :

- ✚ PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- ✚ ডিপিপি পর্যালোচনা;
- ✚ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- ✚ পিসিআর-এর তথ্য পর্যালোচনা;
- ✚ কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন ;
- ✚ ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা;
- ✚ প্রকল্প অফিসের রক্ষিত নথি পর্যালোচনা;
- ✚ প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;এবং
- ✚ উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা।

০৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ**

- (১) ধারাবাহিক শিক্ষা ও বহুমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কৃষি, শিল্প, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, পানি ইত্যাদি প্রকৌশল সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ানদের কাজের দক্ষতা ও কারিগরী জ্ঞান বৃদ্ধি;
- (২) বহুমুখী কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশের শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত যুব-সমাজের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- (৩) মধ্যম পর্যায়ের প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক, এক্সিকিউটিভ, হিসাবরক্ষক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সহকারী টেকনিশিয়ান প্রমুখ এবং শিক্ষিত বেকার যুবকদের মাঝে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পেশাদারিত্ব সৃষ্টি;
- (৪) জাতীয় ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি আয়োজন এবং সরকারের নিকট সুপারিশমালা প্রদান; এবং
- (৫) জাতীয় বিভিন্ন বিষয়ে স্ট্যাডি ও গবেষণা পরিচালনা।

০৯। প্রকল্পের পটভূমিঃ

ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি) এর কেন্দ্রীয় ভবন প্রথমে ৯.৪৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০০২ সালে বাস্তবায়িত হয়। সে সময় ২টি বেসমেন্টসহ ২৭ তলা ফাউন্ডেশনের মাত্র ৩টি ফ্লোর নির্মাণ করা হয়। অতঃপর ২য় পর্যায়ে ১৩.৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে ভবনের ৩য় ও ৪র্থ ফ্লোর (মূলত: অডিটোরিয়াম ও কাউন্সিল হল) নির্মিত হয়। অতঃপর আইডিইবি'র নিজস্ব অর্থায়নের সুযোগ রেখে বিদ্যমান ভবনের উপর আরো ০৫টি ফ্লোরের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণের প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়। প্রকল্পটি ২০৮২.৬০ লক্ষ টাকা (আইডিইবি'র নিজস্ব তহবিলের ২০০.০০ লক্ষ টাকাসহ) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক গত ০১/১১/২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়।

১০। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্পের পুরো মেয়াদে জনাব মো: সামছুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি, আইডিইবি, খন্ডকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

১১। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

- ৬৬৯০ বর্গমিটার ভবন নির্মাণ (বিদ্যমান ভবনের ৬ষ্ঠ তলা হতে ১০ম তলা পর্যন্ত);
- অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ, বিদ্যুতায়ন ;
- ২টি লিফট স্থাপন;
- বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র ক্রয় ;
- এসি স্থাপন (২৩৯ টন);
- ২সেট সেন্দ্রিফিউগাল পাম্প ক্রয় ও স্থাপন;
- বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ক্রয় ;
- ফায়ার প্রটেকশন, ডিটেকশন ও এ্যালার্ট সিস্টেম স্থাপন।

১২। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ

প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২০৮২.৬০ লক্ষ টাকা। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, প্রকল্প বাস্তবায়নে সমুদয় অর্থ ব্যয় হয়েছে এবং প্রকল্পের অনুকূলে বাস্তব অগ্রগতি ১০০ %।

১৩। আর্থিক বরাদ্দ ও ব্যয় বিশ্লেষণঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা				টাকা অবমুক্তি	আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি			
	মোট	টাকা	আইডিইবি'র নিজস্ব তহবিল	ভৌত		মোট	টাকা	আইডিইবি'র নিজস্ব তহবিল	ভৌত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২০১২-১৩	১৫০	১৫০	-	৭.২০%	১৫০	১৫০	১৫০	-	৭.২০%
২০১৩-১৪	১৯৩২.৬০	১৭৩২.৬০	২০০	৯২.৮০%	১৯৩২.৬০	১৭৩২.৫০	১৭৩২.৬০	২০০	৯২.৮০%
মোটঃ	২০৮২.৬০	১৮৮২.৬০	২০০	১০০%	২০৮২.৬০	২০৮২.৬০	১৮৮২.৬০	২০০	১০০%

১৪। প্রকল্প পরিদর্শন, পরদর্শিত এলাকা ও প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণঃ

গত ০৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ তারিখে আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক (পূর্ত) কর্তৃক ঢাকাস্থ কাকরাইল এলাকায় অবস্থিত আইডিইবি ভবন পরিদর্শন করা হয়। এ সময়ে প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত থেকে সহযোগিতা প্রদান করেন।

১৪.১. প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণঃ

প্রকল্পটির আওতায় ১৪৪২.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আইডিইবি ভবনের ৬ষ্ঠ তলা হতে ১০ম তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, নির্মিত ৬ষ্ঠ তলা হতে ১০ম তলা পর্যন্ত নতুন ভবনে প্রশিক্ষণার্থী ও আইডিইবি'র সদস্যদের জন্য রেষ্ট হাউজ, শ্রেণী কক্ষ, গ্রন্থাগার, সেমিনার কক্ষ ও অফিস কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও নির্মিত ৬ষ্ঠ তলায় ভ্যাট অনলাইন শীর্ষক প্রকল্পকে অফিস স্পেস ভাড়া দেয়া হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে, অফিস স্পেস ভাড়া দেয়ায় আইডিইবি'র আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে যা তাদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।



চিত্র (১): নির্মিত সপ্তম তলার অফিস স্পেস।

চিত্র (২) : ৬ষ্ঠ তলায় স্থাপিত/ভাড়া প্রদানকৃত অফিস।

- প্রকল্পের আওতায় ৮০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দু'টি নতুন লিফট স্থাপনের সংস্থান ছিল। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, দু'টি লিফটের মধ্যে ০১টি লিফট চালু রয়েছে এবং অপর লিফটের স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রকল্প অফিস হতে অবহিত করা হয় যে, ২য় লিফট আগামী ০২ সপ্তাহের মধ্যে চালু করা সম্ভব হবে। বর্তমানে ছাদের লিফট রুমে বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ চলমান রয়েছে।



চিত্র (৩) : প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত লিফট।



চিত্র (৪) : ছাদের লিফট রুমে বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ চলমান রয়েছে।

- প্রকল্পটির আওতায় প্রশিক্ষার্থীদের কম্পিউটার ল্যাব সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ১৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২১টি কম্পিউটার ক্রয় করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত কম্পিউটারগুলোর মধ্যে কয়েকটি কম্পিউটার বিদ্যমান ল্যাবে চালু করা হলেও অধিকাংশ কম্পিউটার চালু করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে, ৯ম ফ্লোরে নতুন কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করত: এ সমস্ত কম্পিউটারগুলোকে চালু করা হবে।



চিত্র (৫) : চালুকৃত কম্পিউটারের নমুনা।



চিত্র (৬) : সংগৃহীত কম্পিউটারের নমুনা।

- প্রকল্পটির আওতায় ১৫০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০৯ টন সমপরিমাণ ৭১টি এসি সংগ্রহ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, রেস্ট রুমগুলোতে এসি স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। কনফারেন্স রুম ও কমন অফিস স্পেসে এসি সংযোগ স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে প্রকল্প অফিস হতে অবহিত করা হয় যে, কনফারেন্স রুমে ও কমন অফিস স্পেসে ইনটোরিয়র ডেকোরেশনের কাজ সম্পাদন করার পর সংগৃহীত এসিগুলো স্থাপন করা হবে।



চিত্র (৭) : স্থাপনকৃত এসির নমুনা।



চিত্র (৮) : সংগৃহীত এসির নমুনা।

- প্রকল্পটির আওতায় কনফারেন্স রুম ও ডরমেটরি রুমগুলোর জন্য ১৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩১১টি বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, আসবাবপত্রগুলো সংগ্রহ করা হলেও অদ্যাবধি তার ব্যবহার শুরু করা হয়নি।



চিত্র (৯) : প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত কনফারেন্স রুমের চেয়ার ও টেবিল।



চিত্র (১০) : প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত ডরমেটোরি রুমের আসবাবপত্র।

- প্রকল্পটির আওতায় অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা স্থাপনের জন্য ১১৩.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপন করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিটি ফ্লোরে হোস পাইপ স্থাপনে জায়গা নির্ধারিত থাকলেও এখন পর্যন্ত তা স্থাপন করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে গণপূর্ত অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাব-ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার অবহিত করেন যে, পানি সংযোগ স্থাপন করা হলেও পেইন্ট ও ডেকোরেশন কাজের জন্য ফায়ার এ্যালার্ম সিস্টেম ও হোস পাইপ স্থাপন করা হয়নি, তবে তা সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। অতিদ্রুত ফায়ার এ্যালার্ম সিস্টেম কার্যকর করা হবে।



চিত্র (১১) : হোস পাইপ বিহীন অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা।



চিত্র (১২) : দ্রুত বর্হিগমন সিডিতে ফায়ার এ্যালার্ম বেল ও অগ্নি প্রতিরোধক দরজা স্থাপন করা হয়নি।

- প্রকল্পটির আওতায় আইডিইবি ভবনের ছাদে ২০টি ফুড গ্রেডেড পানির ট্যাংক স্থাপন করা হয়েছে। পরিদর্শনকাল প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ট্যাংকগুলো যথাযথভাবে সিসি ব্লকের উপর স্থাপন করা হয়েছে। এসি ও ইলেকট্রিক তারগুলো ডার্ক বোর্ডের মধ্যে স্থাপন না করায় তা দেয়ালের বাইরে বুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। প্রকল্প পরিচালককে ইলেকট্রিক তারগুলো যথাযথভাবে স্থাপনের জন্য পরিদর্শনকালে অনুরোধ জানানো হয়।



চিত্র (১৩) : ছাদে সিসি ব্লকের উপর স্থাপিত পানির ট্যাংকের নমুনা।



চিত্র (১৪) : ডার্ক বোর্ড বিহীন বুলন্ত তারের নমুনা।

১৪.২. ভৌত কাজে ব্যবহৃত উপকরণাদিঃ

অত্র প্রকল্পের আওতায় আইডিইবি'র কেন্দ্রীয় ভবনের ৬ষ্ঠ হতে ১০ম তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের ভৌত নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। ভৌত নির্মাণ কাজে কি ধরণের নির্মাণ উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে তা পর্যালোচনার জন্য প্রকল্প অফিসকে ল্যাব টেস্টের রিপোর্টসমূহ সরবরাহ করার অনুরোধ জানানো হলে, প্রকল্প অফিস হতে অত্র প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ উপকরণের সকল টেস্ট রিপোর্ট সরবরাহ করা হয়। টেস্ট রিপোর্টসমূহ পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, প্যাকেজসমূহের আওতায় যে নির্মাণ উপকরণাদি ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপকরণাদির ল্যাবরেটরি টেস্ট সম্পাদন করা হয়েছে। ল্যাব টেস্ট রিপোর্টের বিস্তারিত পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযুক্ত রয়েছে।

১৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনঃ

পরিকল্পিত	অর্জিত	অত্র বিভাগের মন্তব্য
<p>(১) ধারাবাহিক শিক্ষা ও বহুমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কৃষি, শিল্প, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, পানি ইত্যাদি প্রকৌশল সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ানদের কাজের দক্ষতা ও কারিগরী জ্ঞান বৃদ্ধি;</p> <p>(২) বহুমুখী কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশের শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত যুব-সমাজের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;</p> <p>(৩) মধ্যম পর্যায়ের প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক, এক্সিকিউটিভ, হিসাবরক্ষক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সহকারী টেকনিশিয়ান প্রমুখ এবং শিক্ষিত বেকার যুবকদের মাঝে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জাতীয়তাবোধ, দৃঢ়তা ও পেশাদারিত্ব সৃষ্টি;</p>	<p>প্রকল্পটির আওতায় প্রকৌশলী ও পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মান উন্নয়নের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি আয়োজন করা সম্ভব হবে এবং মধ্যম পর্যায়ের প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক, এক্সিকিউটিভ, হিসাবরক্ষক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সহকারী টেকনিশিয়ান প্রমুখ এবং শিক্ষিত বেকার যুবকদের মাঝে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পেশাদারিত্ব সৃষ্টি সম্ভব হবে।</p>	<p>আপাতদৃষ্টিতে স্বল্প মেয়াদে উদ্দেশ্য অর্জিত হলেও প্রভাব মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকৃত উদ্দেশ্যে নিরূপণ করা যাবে।</p>

<p>(৪) জাতীয় ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর কর্মশালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি আয়োজন এবং সরকারের নিকট সুপারিশমালা প্রদান; এবং</p> <p>(৫) জাতীয় বিভিন্ন বিষয়ে স্ট্যাডি ও গবেষণা পরিচালনা।</p>		
---	--	--

১৬। প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য:

দরপত্র সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ের প্রধান উদ্দেশ্যে ছিল প্রকল্পটির আওতায় ক্রয়কৃত কাজ পর্যবেক্ষণ করা। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পটির আওতায় একাধিক প্যাকেজ/লট থাকায় Random Selection এর মাধ্যমে কয়কেটি প্যাকেজ/লটের ক্রয় প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা হয়।

প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত দলিলাদি পরীক্ষান্তে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি পরিলক্ষিত হয়:

১৬.১ প্যাকেজ/ লট নং- WD-1, WD-2, WD-3, WD-4 (Part): প্রকল্পের ডিপিপি অনুসারে উক্ত লটগুলো আলাদা থাকলেও ক্রয়ের সুবিধার্থে ক্রয়কারী সংস্থা কর্তৃক লটগুলোকে একীভূত করে ০১টি প্যাকেজের আওতায় উক্ত ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়েছে। ওপনে টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে এ প্যাকেজের আওতায় আইডিইবি ভবনের ৬ষ্ঠ হতে ১০ম তলা পর্যন্ত ভৌত নির্মাণ কাজ, আভ্যন্তরীণ পয়ঃ ও পানি সরবরাহ, গ্যাস সংযোগ স্থাপন এবং আভ্যন্তরীণ বিদ্যুতায়নের কাজ সম্পাদন করা হয়। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে ০৭.১২.২০১২ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠ ও ০৬.১২.২০১২ তারিখে The News Today পত্রিকায় পিপিআরের ৯০ ধারা অনুযায়ী দু'টি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ২ জন বহিঃসদস্য উপস্থিত ছিলেন। গত ০৮.০১.২০১৩ তারিখে টেন্ডার open করা হয়। ১২.০২.২০১৩ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত টেন্ডারে ০৩টি প্রতিষ্ঠান যোগ্য দরদাতা হিসেবে বিবেচিত হয়। দরপত্র মূল্যায়ন শেষে ০৬.০৫.২০১৩ তারিখে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। গত ২৬.০৫.২০১৩ তারিখে নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয় যার মেয়াদ ছিল ১৫ মাস এবং চুক্তি মূল্য ছিল ১৬.৪৫ কোটি টাকা।

১৬.২ প্যাকেজ/ লট নং-WD-04(f): এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে আইডিইবি ভবনের ০২টি লফট স্থাপন করা হয়েছে। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য গত ২০.০১.২০১৪ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক ও The Daily Star পত্রিকায় টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। গত ১০.০২.২০১৪ তারিখে টেন্ডার open করা হয়। গত ১৯.০২.২০১৪ তারিখে টেন্ডার ইন্ডালুয়েশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ০৩ জন বহিঃসদস্য উপস্থিত ছিলেন। উক্ত টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ০২টি দরদাতা প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে এবং ০২ জনই যোগ্য দরদাতা হিসেবে বিবেচিত হয়। দরপত্র মূল্যায়ন শেষে গত ২৫.০৩.২০১৪ তারিখে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। গত ২৯.০৪.২০১৪ তারিখে নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয় যার মেয়াদ ছিল ০৪ মাস এবং চুক্তি মূল্য ছিল ৭৯.১৮ লক্ষ টাকা।

১৬.৩ প্যাকেজ/ লট নং-WD-04(k): এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে আইডিইবি ভবনের কনফারেন্স রুমে সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন, পিএ সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপনের কাজ করা হয়েছে। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য গত ০৪.০৪.২০১৪ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক ও ০২.০৪.২০১৪ তারিখে The Daily Star পত্রিকায় টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। গত ২৪.০৪.২০১৪ তারিখে টেন্ডার open করা হয়। গত ১৮.০৫. ২০১৪ তারিখে টেন্ডার ইন্ডালুয়েশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ০৩ জন বহিঃসদস্য উপস্থিত ছিলেন। উক্ত টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ০২টি দরদাতা প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে এবং ০১ জন যোগ্য দরদাতা হিসেবে বিবেচিত হয়। দরপত্র মূল্যায়ন শেষে গত ২৯.০৫.২০১৪ তারিখে সর্বনিম্ন দরদাতা

প্রতিষ্ঠানকে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। গত ১০.০৬.২০১৪ তারিখে নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয় যার মেয়াদ ছিল ০২ মাস এবং চুক্তি মূল্য ছিল ৩৩.৯৭ লক্ষ টাকা।

১৬.৪ প্যাকেজ/ লট নং-WD-04(J): এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে আইডিইবি ভবনের টেলিফোন, ইন্টারকম ও ডিস এন্টিনা লাইন সরবরাহ ও স্থাপনের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য গত ০৪.০৪.২০১৪ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক ও ০২.০৪.২০১৪ তারিখে The Daily Star পত্রিকায় টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। গত ২৪.০৪.২০১৪ তারিখে টেন্ডার open করা হয়। গত ১১.০৫.২০১৪ তারিখে টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ০৩ জন বহিঃসদস্য উপস্থিত ছিলেন। উক্ত টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ০২টি দরদাতা প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে এবং ০১ জন যোগ্য দরদাতা হিসাবে বিবেচিত হয়। দরপত্র মূল্যায়ন শেষে গত ০৩.০৬.২০১৪ তারিখে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। গত ১২.০৬.২০১৪ তারিখে নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয় যার মেয়াদ ছিল ০২ মাস এবং চুক্তি মূল্য ছিল ৬.৯২ লক্ষ টাকা।

১৬.৫ প্যাকেজ/ লট নং- WD-04(g): এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে আইডিইবি ভবনের বিভিন্ন তলায় বৈদ্যুতিক শীততাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র সরবরাহ ও স্থাপনের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য গত ০৭.০৪.২০১৪ তারিখ দৈনিক যুগান্তর ও ০৯.০৪.২০১৪ তারিখে The Daily Financial Express পত্রিকায় টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। গত ০৫.০৫.২০১৪ তারিখে টেন্ডার open করা হয়। গত ১৮.০৫.২০১৪ তারিখে টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ০৩ জন বহিঃসদস্য উপস্থিত ছিলেন। উক্ত টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ০৪টি দরদাতা প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে এবং ০১ জন যোগ্য দরদাতা হিসেবে বিবেচিত হয়। দরপত্র মূল্যায়ন শেষে গত ১৫.০৬.২০১৪ তারিখে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। গত ১৮.০৬.২০১৪ তারিখে নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয় যার মেয়াদ ছিল ৪৫ দিন এবং চুক্তি মূল্য ছিল ১.৪৯ কোটি টাকা।

➤ সামগ্রিক পর্যালোচনা :

- ❖ অধিকাংশ ক্রয় ওপেন টেন্ডারিং মেথডের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে।
- ❖ টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটিতে বহিঃসদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।
- ❖ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি বহল প্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশ নিশ্চিত করা হয়েছে।
- ❖ কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে চুক্তিতে প্রকল্পের মেয়াদ অপেক্ষা অধিক সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ❖ টেন্ডার প্রক্রিয়ার দরদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণ তুলনামূলক কম ।

১৭। প্রকল্পটির বাস্তবায়নোত্তর প্রভাব (Impact) : প্রকল্পটির বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত প্রভাবগুলো ফুটে উঠেছে:

- প্রশিক্ষার্থীদের আধুনিক ক্লাস রুমের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- প্রশিক্ষার্থী ও আগত অতিথিদের আবাসনের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্ম পরিবেশ উন্নত হয়েছে;
- কম্পিউটার ল্যাব সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে; এবং
- কনফারেন্স, মিটিং আয়োজনে অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৮। প্রকল্পটির বাস্তবায়নের সফল এর Sustainability :

Sustainability নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করছে :

- সঠিক ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং;
- বার্ষিক অপারেশন এন্ড মেইনটেইন্যান্স বাজেটের যথাপোযুক্ত ব্যয়;
- সর্বোপরি কাজের মান ও স্থায়িত্ব।

১৯। পর্যবেক্ষণ/বাস্তবায়ন সমস্যাাদি :

১৯.১ ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন না করা : সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত বিধি, ২০০৮ এর ১৬ নং বিধি অনুযায়ী অত্র প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহ ও ক্রয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অর্থ বছরের শুরুতে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়নি। পিপিআর এর ১৬ নং বিধিতে উল্লেখ রয়েছে যে, “ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন সকল ক্রয়কারীর জন্য বাধ্যতামূলক হইবে”। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন না করায় পিপিআর এর ১৬ নং বিধির ব্যত্যয় ঘটেছে।

১৯.২ ফায়ার প্রটেকশন, ডিটেকশন ও অ্যালার্ম সিস্টেমের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন না করা : পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ফায়ার প্রটেকশন, ডিটেকশন ও অ্যালার্ম সিস্টেমের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হলেও, ভবনের আভ্যন্তরীণ ইনটোরিয়াম ডেকোরেশনের কাজ চলমান থাকায় এ সমস্ত যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়নি। ভবনের সুরক্ষার স্বার্থে অতিদ্রুত ফায়ার প্রটেকশন, ডিটেকশন ও অ্যালার্ম সিস্টেমের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপনকরত: তা কার্যকর/চালু করতে হবে।

১৯.৩ লিফট স্থাপনের কাজ সম্পন্ন না হওয়া : প্রকল্পের আওতায় ৮০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০২টি লিফট স্থাপন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ০১টি লিফট চালু হলেও অপর লিফটটি এখনও চালু করা হয়নি। অতিদ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপনকরত: ২য় লিফটটি চালু করা প্রয়োজন।

১৯.৪ এসি স্থাপন না করা : প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৭১টি এসি ক্রয় করা হয়। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ডরমেটরী রুমগুলোতে এসি স্থাপন করা হলেও কনফারেন্স রুম ও অন্যান্য অফিস স্পেসে ক্রয়কৃত এসিগুলো স্থাপন করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে, সংস্থার ব্যবস্থাপনায় অফিস ইনটোরিয়াম এর কাজ সম্পন্নকরত: সংগৃহীত এসিগুলো স্থাপন করা হবে।

১৯.৫ ক্রয়কৃত যাবতীয় ফার্ণিচার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিসমূহে আইডি নম্বর না থাকা : প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যাবতীয় ফার্ণিচার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিসমূহের কোন আইডি নম্বর দেয়া হয়নি। ফলে এগুলো যে এ প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহ করা হয়েছে তার কোন প্রমাণ নেই। তাই এ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যাবতীয় সকল ফার্ণিচার, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য মালামালসমূহের আইডি নম্বর প্রদান করা আবশ্যিক।

১৯.৬ পিআইসি ও স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন না করা : অনুমোদিত ডিপিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) সভা ও স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবার কথা থাকলেও প্রকল্প বাস্তবায়নকালে কোন পিআইসি ও স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক নিয়মিতভাবে পিআইসি ও স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজনের আবশ্যিকতা ছিল।

১৯.৭ পিসিআর প্রেরণে বিলম্ব : প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় জুন, ২০১৪ সালে। প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) ০৩ মাসের মধ্যে আইএমইডিতে প্রেরণের বাধ্যবাধকতা থাকলেও বিলম্বে (প্রায় ০৭ মাস পরে) প্রেরণ করা হয়। বর্ণিতাবস্থায়, বিলম্বে পিসিআর প্রেরণের কারণে প্রকল্পটির যথাসময়ে মূল্যায়ন কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়েছে।

১৯.৮ এক্সটার্নাল অডিট সম্পাদন না হওয়া : প্রাপ্ত পিসিআর ও পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, অদ্যাবধি অত্র প্রকল্পের আর্থিক ব্যয়ের কোন এক্সটার্নাল অডিট সম্পন্ন হয়নি। আর্থিক স্বচ্ছতার স্বার্থে অত্র প্রকল্পের অডিট সম্পন্ন করা প্রয়োজন।

১৯.৯ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মতামত প্রতিফলিত না হওয়া : অত্র প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আইডিইবি ভবনের ফায়ার এক্সিট মানসম্পন্ন করার লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক ০৭টি মতামত প্রদান করা হয় (ডিপিপি'র পৃষ্ঠা নং-৮১)। কিন্তু পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, অত্র প্রকল্পের ডিপিপিতে ভবনের ফায়ার এক্সিট নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রদত্ত মতামতগুলো যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি। প্রকল্পের ডিজাইন প্রণয়নে এ মতামতগুলোকে আবশ্যিকভাবে প্রাধান্য দেয়ার প্রয়োজন ছিল।

২০। সুপারিশ/ মতামত :

- ২০.১ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা যথাযথভাবে প্রতিপালনে ব্যর্থতার কারণসমূহ উদঘাটন করে পরবর্তীতে তা প্রতিপালনের বিষয়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থা নিশ্চিত করবে (অনু: ১৯.১);
- ২০.২ ভবনের সুরক্ষার স্বার্থে অতিদ্রুত ফায়ার প্রটেকশন, ডিটেকশন ও অ্যালার্ম সিস্টেমের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপনকরত: তা কার্যকর/চালু করতে হবে (১৯.২);
- ২০.৩ অতি দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপনকরত: ২য় লিফটটি চালু করতে হবে;
- ২০.৪ বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অফিস ইন্টেরিয়র এর কাজ সম্পন্নকরত: সংগৃহীত এসিগুলো স্থাপন করতে হবে ;
- ২০.৫ প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যাবতীয় ফার্ণিচার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিসমূহের আইডি নম্বর প্রদান করতে হবে ;
- ২০.৬ প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও মনিটরিংয়ের স্বার্থে নিয়মিতভাবে পিআইসি ও স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজনে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে;
- ২০.৭ আর্থিক স্বচ্ছতার স্বার্থে প্রকল্পটির দ্রুত অডিট সম্পন্ন করতে হবে ;
- ২০.৮ পরবর্তীতে এ জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক মতামত গ্রহণকরত: তার যথার্থ বাস্তবায়ন আবশ্যিকভাবে নিশ্চিত করতে হবে ;
- ২০.৯ আইডিইবি'র কেন্দ্রীয় ভবনের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার স্বার্থে ভবনের অবশিষ্ট ফ্লোর পর্যায়ক্রমে আইডিইবি'র নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে ;
- ২০.১০ প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে আবশ্যিকভাবে আইএমইডিতে পিসিআর প্রেরণের বিষয়টি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে নিশ্চিত করতে হবে (২০.৭) ; এবং
- ২০.১১ অনুচ্ছেদ ২০.১ হতে ২০.১০ পর্যন্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থাবলী আগামী ০১ মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

**চট্টগ্রাম কলজে হতে কাপাসগোলা রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (গণি বেকারী জংশন থেকে
বহদ্রারহাট জংশন পর্যন্ত) (১ম সংশোধিত) শীর্ষক
সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত : জুন, ২০১৪)**

- ১। প্রকল্পের নাম : চট্টগ্রাম কলজে হতে কাপাসগোলা রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (গণি বেকারী জংশন থেকে বহদ্রারহাট জংশন পর্যন্ত) (১ম সংশোধিত)
- ২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
- ৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
- ৪। প্রকল্পের অবস্থান : চট্টগ্রাম সদর

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল			প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদকাল বৃদ্ধি			
১	২	৩	৪	৫		৬	৭	৮
৪০১৭.৯৬	৯০১০.২৩	৮০৯৮.৫০	জুলাই'২০০৯ হতে জুন'২০১২	জুলাই'২০০৯ হতে জুন'২০১৪	জুলাই'২০০৯ হতে জুন'২০১৪	জুলাই'২০০৯ হতে জুন'২০১৪	৪০৮০.৫৪ (১০২%)	৬৭%

৬। অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক (%)	বাস্তব পরিমাণ (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	স্টেশনারী, সিল এবং স্ট্যাম্প	থোক	০.৩৫	থোক	০.৩৫	থোক
২.	প্রকাশনা ও বিজ্ঞাপন	থোক	০.৭৫	থোক	০.৭৫	থোক
৩.	অস্থায়ী শ্রমিক	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০	থোক
৪.	আইনী খরচ	থোক	৮.০০	থোক	৮.০০	থোক
৫.	সার্ভে	থোক	০.৪৫	থোক	০.৪০	থোক
৬.	ভূমি অধিগ্রহণ	কাঠা	৬০৭২.৬৯	১৬৮.৪৫	৫৬২৪.৭২১	১৫৬.০২
৭.	অবকাঠামো ক্ষতিপূরণ	বর্গমিটার	৮২৩.০০	১১০৬২.০০	৩৫৯.২৩৯	৪৮২৮.৫৫
৮.	মাটি খনন	বর্গমিটার	২.৯৯৭	৯০৮৩.০৫	২.৯৯৭	৯০৮৩.০৫
৯.	মাটি ভরাট	ঘনমিটার	১২.৩৫৯	৫৫৯৭.১০	১২.৩৫৯	৫৫৯৭.১০

১০.	সাবগ্রেড	বর্গমিটার	৪.৯৬৭	১৬৮৫২.৯৩	৪.৯৬৭	১৬৮৫২.৯৩
১১.	ইমপুভ সাবগ্রেড	ঘনমিটার	৪৫.১০৩	৭৫৬৩.৯৮	৪৫.১০৩	৭৫৬৩.৯৮
১২.	সাব-বেইজ	ঘনমিটার	১৬২.৯৭৫	৬১০৫.৮৭	১৬২.৯৭৫	৬১০৫.৮৭
১৩.	এগ্রিগেইট বেইজ টাইপ-১	ঘনমিটার	২২৭.০৬৮	৬১১৫.৮২	২২৭.০৬৮	৬১১৫.৮২
১৪.	বিটুমিনাস কার্পেটিং	ঘনমিটার	২৪৬.১৯	১৯৮৯.৬৬	২৪৬.১৯	১৯৮৯.৬৬
১৫.	বিটুমিনাস প্রাইম কোর্ট	বর্গমিটার	১৮.৯৯	৩০০৫৯.৮৮	১৮.৯৯	৩০০৫৯.৮৮
১৬.	বিটুমিনাস টেক কোর্ট	বর্গমিটার	১.৮১৯	৯০৯৮.৮৫	১.৮১৯	৯০৯৮.৮৫
১৭.	ডিভাইডার	রানিং মিটার	৫৭.৮২২	২১৯৪.৯৯	৫৭.৮২২	২১৯৪.৯৯
১৮.	আর.সি.সি বক্স কালভার্ট	সংখ্যা	২৭৭.৫৩৬	১০	২৭৭.৫৩৬	১০
১৯.	রিটেইনিং ওয়াল	রানিং মিটার	৮৯.১৮২	২৯২.৫৯	৮৯.১৮২	২৯২.৫৯
২০.	ফুটপাত নির্মাণ	রানিং মিটার	৭৫২.০৭	৫৮৮০.৩৭	৭৫২.০৭	৫৮৮০.৩৭
২১.	খোলা ড্রেইন নির্মাণ	রানিং মিটার	৩৭.৩০৪	১৬৬.৭২	৩৭.৩০৪	১৬৬.৭২
২২.	বৈদ্যুতিক পোল স্থানান্তর	সংখ্যা	৪০.০০	১০০.০০	৪০.০০	১০০.০০
২৩.	সোডিয়াম লাইট স্থাপন	সংখ্যা	৩৪.২০	৯০	৩৪.২০	৯০
২৪.	টি.এন্ড.টি পোল স্থানান্তর	সংখ্যা	১০.০৮	৯০	১০.০৮	৯০
২৫.	লেইন মার্কিং সাইন বোর্ড	থোক	২.৫০	থোক	২.৫০	থোক
২৬.	প্রাইস কনটেনজেন্সি	থোক	৪০.৬৬৪	২%	৪০.৬৬৪	২%
২৭.	ফিজিক্যাল কনটেনজেন্সি	থোক	৪০.৬৬৪	২%	৪০.৬৬৪	২%
	মোট =	-	৯০১০.২৩	১০০%	৮০৯৮.৫০	১০০%

০৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) :** আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে :

- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- ডিপিপি ও আরডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
- প্রকল্প অফিসের রক্ষিত নথি পর্যালোচনা;
- প্রধান প্রধান ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা;
- প্রকল্প এলাকার উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা; এবং
- Evaluation matrix -এর ভিত্তিতে মূল্যায়ন।

৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

(K) PUMŃg gnbMxi PKevRvi, enĭvi nVU, PÆMŃg Kĭj R, nVRx gnmxb Kĭj R I PÆMŃg tgvWĭKj Kĭj R
Gj vKvi gĭa Dbæ thvMĭhvM eĕv ĩvcb ; Ges

(L) bMxi hvbRU wbi mb ও ংgĭbi mgq nwm করা|

৯। প্রকল্পের পটভূমি :

wbeNæ ĭcvj ōvi hvb Pj vPj , wkĭvqb Ges ewYwRK ivRavbx wntmte Dbæĭbi Rbĭ PÆMŃg knĭi i Rbĭ mĭbw 8
Primary Road Ges Distributor Road tĭU qvK_vKv AvekĭK | ZvB PÆMŃg gnbMxi gv÷vi cøvĭb weĭgvb
Ackĭĭ moKĭj v mĭcĭhvi Y I Dbæĭbi cĭ Zve Kiv nĭqĭQ | Gi tĭĭĭZ 2.19 wK: wq: `xNqKvcvmtMjv moK
(Mmb teKvi x Rskb nĭZ PK evRvi chŒZ 1.353 wK: wq: I PKevRvi Rskb nĭZ enĭvi nVU chŒĭ 0.839 wK:
wq:) 60 dU cĭĭ Zvq wbgŭYi (tĭfĭgU 48 dU) j ĭĭĭ tgvU 40.1796 tKwU UvKv cĭwĭj Z eĭq Rj vB 2009
nĭZ Rĭ, 2012 tgvĭĭ evĭ Zevqĭbi Rbĭ Avĭj vPĭ cĭKĭ wU MĭY Kiv nĭqĭQj | পরবর্তীতে প্রাক্কলিত ব্যয় ৯০১০.২৩
লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত বাস্তবায়ন মেয়াদে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন অনুমোদন করা
হয়। সর্বশেষ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদকাল পুনরায় ০১ বছর বৃদ্ধি করা হয়।

১০। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :

cĭKĭ wU evĭ evqbkale 02 (দুই) Rb cĭKĭskj x cĭKĭ cwi Pvj ĭKi `wqĭZĭ wĭqwiRZ wQĭj b | wĭtæcĭKĭ
cwi Pvj ĭKর Zĭĭ tĭ qv nŃj :

µg bs	bvg I c`ex	`wqZĭ MĭĭYi Zwi L	mgwB Kvj	`wqZĭ ai b
01	Rbve G G Gg nweej i ngvb, wbeNæ cĭKĭskj x	01/07/2009	24/11/2012	AvZwi 3 `wqZĭ
02	Rbve Av n g tgRevn Dĭĭxb, সহকারী প্রকৌশলী	03/12/2012	প্রকল্প সমাপ্তি কাল পর্যন্ত	cbKĭj xŃ

১১। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :

- চট্টগ্রাম কলেজ হতে কাপাসগোলা রোড পর্যন্ত সবু রাস্তার প্রশস্ততা বৃদ্ধি করে ৬০ ফুটে উন্নীতকরণ;
- ফুটপাথ কাম ড্রেন নির্মাণ (৫৮৮০.৩৭ রা:মি:);
- ক্রস কালভার্টসহ আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ (১০টি);
- ডিভাইডার নির্মাণ (২১৯৪.৯৯ রা:মি:);
- রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ (২৯২.৫৯ রা:মি:); এবং
- সোডিয়াম লাইট স্থাপন (৯০টি) ।

১২। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি :

প্রকল্পটির মোট অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় 9010.23 লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৮০৯৮.৫০ লক্ষ টাকা (৮৯.৮৮%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৩। আর্থিক বরাদ্দ ও ব্যয় বিশ্লেষণ :

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত বরাদ্দ	টাকা অবমুক্তি	ব্যয়
১	২	৩	৪
২০০৯-১০	৫০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০
২০১০-১১	২০০০.০০	১৯৯৮.৫০	১৯৯৮.৫০
২০১১-১২	১২০০.০০	১২০০.০০	১২০০.০০
২০১২-১৩	১৭০০.০০	১৭০০.০০	১৭০০.০০
২০১৩-১৪	৩৬০০.০০	২৭০০.০০	২৭০০.০০
মোট =	৯০০০.০০	৮০৯৮.৫০	৮০৯৮.৫০

১৪। প্রকল্প পরিদর্শন, পরিদর্শিত এলাকা ও প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ :

গত ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ তারিখে আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক (পূর্ত) কর্তৃক অত্র প্রকল্পটি পরিদর্শন করা হয়। এ সময়ে প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত থেকে পরিদর্শন সহযোগিতা প্রদান করেন।

✚ প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ :

- প্রকল্পের আওতায় গনি বেকারী জংশন হতে বহুদারহাট জংশন পর্যন্ত প্রায় ২.১৯ কি: মি: সড়ক প্রশস্তকরণসহ এর আনুষঙ্গিক উন্নয়ন কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। এ কাজে সর্বমোট ১৯.৩৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এ রাস্তা উন্নয়নের ফলে চট্টগ্রাম কলেজ হতে কাপাসগোলা পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। পরিদর্শনকালে উপকারভোগীরা এ রাস্তা উন্নয়নে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তবে নির্মিত রাস্তার কয়েকটি স্থানে গর্ত পরিলক্ষিত হয়।



চিত্র (১) : চট্টগ্রাম কলেজের সামনে নির্মিত নতুন রাস্তা।

চিত্র (২) : গনি বেকারী জংশন সংলগ্ন নির্মিত নতুন রাস্তা।

- অত্র প্রকল্পের আওতায় ২৭৭.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০টি আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এই বক্স কালভার্টসমূহ নির্মাণের মাধ্যমে শহরের খাল রক্ষা করে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা হয়েছে। তবে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয় যে, বক্স কালভার্টগুলো নির্মিত হলেও খালগুলোতে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা শোচনীয়। এ খালগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা না হলে বর্ষা মৌসুমে শহরের জলাবদ্ধতা প্রকট আকার ধারণ করবে।



চিত্র (৫) : প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বক্স কালভার্ট।



চিত্র (৬) : নির্মিত বক্স কালভার্টের নিচে জমা থাকা আবর্জনার স্তুপ।

- প্রকল্পের আওতায় ৩৪.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৯০টি সোডিয়াম লাইট স্থাপনের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয় যে, রাস্তার সৌন্দর্য্যবর্ধন তথা রাস্তা আলোকিত করতে এ সোডিয়াম লাইট ব্যবহৃত হচ্ছে।



চিত্র (৯) : চট্টগ্রাম কলেজের সামনে নির্মিত রাস্তায় স্থাপিত সোডিয়াম লাইট।



চিত্র (১০) : আরকান রোডে স্থাপিত সোডিয়াম লাইট।

- অত্র প্রকল্পের আওতায় ৭৫২.০৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫৮৮০.৩৭ রা:মি: ফুটপাথ কাম ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, নির্মিত ড্রেনের উপরে স্থাপিত স্লাব অনেক জায়গায় ভাঙা। বিষয়টি প্রকল্প পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। আবার স্থানীয় বাসিন্দাদের কর্তৃক রাস্তার পাশে বসবাসকারীদের নির্মিত ফুটপাথ অবৈধ ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।



চিত্র (১১) : আরকান রোডে ভাঙা স্লাবের নমুনা।



চিত্র (১২) : নির্মিত ফুটপাথ অবৈধ দখলের নমুনা।

- অত্র প্রকল্পটির আওতায় ৫৬২৪.৭২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৫৬.০২ কাঠা জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণে স্থাপনা ক্ষতিপূরণবাবদ ৩৫৯.২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। তবে উক্ত সড়কের মাঝামাঝিতে আলি খাঁ মসজিদ থাকায় তা অপসারণ করা সম্ভব হয়নি। ফলে রাস্তার এল্যাইনমেন্ট সোজাসুজি না হয়ে ডানদিকে বাঁকা করে রাস্তা নির্মাণ করতে হয়েছে।



চিত্র (১৩) : রাস্তার মাঝে অবস্থিত আলি খাঁ মসজিদ।



চিত্র (১৪) : ভূমি অধিগ্রহণের কারণে স্থাপনা অপসারণের নমুনা।

- অত্র প্রকল্পের আওতায় ৫৭.৮২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২১৯৪.৯৯ রা:মি: রোড ডিভাইডার নির্মাণ করা হয়েছে। ইটের তৈরী রোড ডিভাইডারের ডিজাইনটি দৃষ্টি-নন্দন নয় বলে প্রতীয়মান হয়। এছাড়াও রোড ডিভাইডারের মাঝে ফাঁকা জায়গা না থাকায় বৃক্ষ রোপনের কোন সুযোগ নেই। সিসি ব্লকের রোড ডিভাইডার তৈরী করে মাঝের ফাঁকা জায়গায় বৃক্ষ রোপন করা হলে বিষয়টি অধিকতর দৃষ্টিনন্দন ও পরিবেশ উপযোগী হত।



চিত্র (১৫) : ইটের নির্মিত রোড ডিভাইডার।



চিত্র (১৬) : ডিভাইডারের ডিজাইনের কারণে পরবর্তীতে এখানে বৃক্ষ রোপনের সুযোগ নেই।

১৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :

পরিকল্পিত	অর্জিত	অত্র বিভাগের মন্তব্য
(K) PUMŋ gnvbMxi PKevRvi, enI'vi nvU, PÆMŋ Ktj R, nvRx gnmxb Ktj R I PÆMŋ tgvWtKj Ktj R Gj vKvi gta" Dbz thvMthvM e"e"v"vcb ;	PUMŋ gnvbMxi PKevRvi, enI'vi nvU, PÆMŋ Ktj R, nvRx gnmxb Ktj R I PÆMŋ tgvWtKj Ktj R Gj vKvi gta" thvMthvM e"e"v"vcb ;	আপাতদৃষ্টিতে স্বল্প মেয়াদে DfI k" অর্জিত হলেও প্রভাব মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকৃত উদ্দেশ্য নিরূপণ করা যাবে।
(খ) bMxi hvbRU wbi mb Ges agtbi mgq nwm	উন্নত হয়েছে এবং নগরীর যানজট নিরাসনে অত্র রাস্তাটি বিশেষ ভূমিকা রাখছে।	

১৬। প্রকল্পের প্রধান প্রধান ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য :

দরপত্র সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ের প্রধান উদ্দেশ্যে ছিল প্রকল্পটির আওতায় ক্রয়কৃত কাজ পর্যবেক্ষণ করা। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পটির আওতায় একাধিক প্যাকেজ/লট থাকায় Random Selection এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত কয়েকটি প্যাকেজ/লটের ক্রয় প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা হয়:

১৬.১ **লট নং-WD-01** : লট-১ এর আওতায় গনি বেকারী জংশন হতে বহুদারহাট জংশন পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণ, ফুটপাথ -কাম ডেন নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন করা হয়। ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে এ লটের আওতায় ভৌত কাজ সম্পাদন করা হয়। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে ২২.১১.২০০৯ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক সংবাদ, বাংলাদেশ অবজারভারসহ স্থানীয় আরও দু'টি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ২ জন বহিঃসদস্য উপস্থিত ছিলেন। গত ২০.০১.২০১০ তারিখে টেন্ডার open করা হয়। গত ১০.০২.২০১০ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ২১টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে মাত্র ০১টি প্রতিষ্ঠান রেসপনসিভ/যোগ্য দরদাতা হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রকল্প অফিস হতে গত ১০.০৩.২০১০ তারিখে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স এ.এইচ.টিসি আরএসই (জেডি)-কে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। গত ২২.০৩.২০১০ তারিখে নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয় যার মেয়াদ ছিল ১ বছর এবং চুক্তি মূল্য ছিল ১.৪৮ কোটি টাকা।

১৬.২ **লট নং-WD-02**: লট-২ এর আওতায় আবদুল্লাহ খান জংশন হতে পুরাতন আরকান জংশন পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণ, ফুটপাথ -কাম ডেন নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন করা হয়। ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে এ লটের আওতায় ভৌত কাজ সম্পাদন করা হয়। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে ২২.১১.২০০৯ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক সংবাদ, বাংলাদেশ অবজারভারসহ স্থানীয় আরও ০২টি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ২ জন বহিঃসদস্য উপস্থিত ছিলেন। গত ২০.০১.২০১০ তারিখে টেন্ডার open করা হয়। গত ১০.০২.২০১০ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ১৮টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে ০৪টি প্রতিষ্ঠান রেসপনসিভ/যোগ্য দরদাতা হিসেবে বিবেচিত হয়। ০৪টি প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত মূল্য একই হওয়ায় মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক যে কোন ০১টি প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদানের সুপারিশ করেন। প্রকল্প অফিস কর্তৃক গত ১০.০৩.২০১০ তারিখে সর্বনিম্ন দরদাতা ০৪টি প্রতিষ্ঠান হতে মেসার্স আশা কনস্ট্রাকশন কোং-কে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। গত ১৪.০৯.২০১০ তারিখে নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয় যার মেয়াদ ছিল ৬ মাস এবং চুক্তি মূল্য ছিল ১.৩৩ কোটি টাকা।

১৬.৩ **লট নং-WD-03**: লট-৩ এর আওতায় গনি বেকারী জংশন হতে বহুদারহাট জংশন পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণ, ফুটপাথ - কাম ডেন নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন করা হয়। ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে এ লটের আওতায় ভৌত কাজ সম্পাদন করা হয়। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে গত ২৯.০৮.২০১১ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক সংবাদ, দি ডেইলি নিউ এইজসহ স্থানীয় আরও ০৩টি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ২ জন বহিঃসদস্য উপস্থিত ছিলেন। গত ২৯.০৯.২০১১ তারিখে টেন্ডার open করা হয়। গত ১১.১০.২০১১ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ০৭টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে ০৬টি প্রতিষ্ঠান রেসপনসিভ/যোগ্য দরদাতা হিসেবে বিবেচিত হয়। ০৬টি প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত মূল্য একই হওয়ায় মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক যে কোন ০১টি প্রতিষ্ঠানকে লটারির মাধ্যমে কার্যাদেশ প্রদানরে সুপারিশ করেন। প্রকল্প অফিস কর্তৃক গত ২৪.০৯.২০১২ তারিখে সর্বনিম্ন দরদাতা ০৬টি প্রতিষ্ঠান হতে কর্মফুলী এন্টারপ্রাইজ-কে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। গত ২২.১০.২০১২ তারিখে নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয় যার মেয়াদ ছিল ৬ মাস এবং চুক্তি মূল্য ছিল ১.৮৮ কোটি টাকা।

উক্ত ঠিকাদারকে ১ম রানিং বিল হিসেবে ৭.৫২ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয় এবং ভূমি অধিগ্রহণ জটিলতার কারণে পরবর্তীতে নতুন ঠিকাদার নিয়োগ করে অবশিষ্ট কাজ সম্পাদন করা হয়।

১৬.৪ **লট নং-WD-06** : লট-৬ এর আওতায় চট্টগ্রাম কলজে হতে কাপাসগোলা সড়ক পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণ, ফুটপাথ - কাম ডেন নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন করা হয়। ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে এ লটের আওতায় ভৌত কাজ সম্পাদন করা হয়। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে গত ১০.১০.২০১২ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক সমকাল, দি ডেইলি নিউ এইজসহ স্থানীয় আরও ০৩টি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া

হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ২ জন বহিঃসদস্য উপস্থিত ছিলেন। গত ২৫.১০.২০১২ তারিখে টেন্ডার open করা হয়। গত ০৪.১১.২০১২ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ০৬টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে ০৬টি প্রতিষ্ঠানই রেসপনসিভ/যোগ্য দরদাতা হিসেবে বিবেচিত হয়। ০৬টি প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত মূল্য একই হওয়ায় মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক যে কোন ০১টি প্রতিষ্ঠানকে লটারির মাধ্যমে কার্যাদেশ প্রদানের সুপারিশ করেন। প্রকল্প অফিস কর্তৃক গত ১০.১১.২০১১ তারিখে সর্বনিম্ন দরদাতা ০৬টি প্রতিষ্ঠান হতে মেসার্স এম. এন আলম ব্রাদার্সকে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। গত ১৯.১২.২০১২ তারিখে নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয় যার মেয়াদ ছিল ৬ মাস এবং চুক্তি মূল্য ছিল ১.৮২ কোটি টাকা।

১৬.৫ **লট নং-WD-07:** লট-৭ এর আওতায় কাপাসগোলা সড়ক সম্প্রসারণ, ফুটপাথ-কাম ডেন নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন করা হয়। ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে এ লটের আওতায় ভৌত কাজ সম্পাদন করা হয়। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে গত ২৯.০৮.২০১১ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক সমকাল, দি ডেইলি নিউ এইজসহ আরও ০২টি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ২ জন বহিঃসদস্য উপস্থিত ছিলেন। গত ২১.০৯.২০১১ তারিখে টেন্ডার open করা হয়। গত ১১.১০.২০১১ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ০৭টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে ০৭টি প্রতিষ্ঠান রেসপনসিভ/যোগ্য দরদাতা হিসেবে বিবেচিত হয়। ০৭টি প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত মূল্য একই হওয়ায় মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক যে কোন ০১টি প্রতিষ্ঠানকে লটারির মাধ্যমে কার্যাদেশ প্রদানের সুপারিশ করেন। প্রকল্প অফিস কর্তৃক গত ২৭.১০.২০১১ তারিখে সর্বনিম্ন দরদাতা ০৭টি প্রতিষ্ঠান হতে মেসার্স নুরুল আনোয়ার প্রা:লি:-কে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। গত ১০.১১.২০১১ তারিখে নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয় যার মেয়াদ ছিল ৬ মাস এবং চুক্তি মূল্য ছিল ১.৩৯ কোটি টাকা।

➤ সামগ্রিক পর্যালোচনা :

- ❖ অধিকাংশ ক্রয় ওপেন টেন্ডারিং মেথডের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে।
- ❖ টেন্ডার ইভালুয়েশন কমিটিতে বহিঃসদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।
- ❖ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে।
- ❖ ওপেন টেন্ডারিং মেথড প্রক্রিয়ায় সর্বনিম্ন একাধিক দরদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্য হতে লটারি প্রক্রিয়ায় দরদাতা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের কোন সুযোগ নেই।
- ❖ ওপেন টেন্ডারিং মেথড প্রক্রিয়ায় দুই বা ততোধিক দরদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাক্কলিত দর একই হওয়ায় দরদাতা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে কোন Collusive Practice ছিল কি না তা খতিয়ে দেখা হয়নি। ফলে পুরো টেন্ডার প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে।

১৭। **প্রকল্পটির বাস্তবায়নোত্তর প্রভাব (Impact) :**

প্রকল্পটির বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত প্রভাবগুলো ফুটে উঠেছে:

- চট্টগ্রাম মহানগরীর চকবাজার, বহুদারহাট, চট্টগ্রাম কলেজ, হাজী মহসীন কলেজ ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ এলাকার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে;
- চট্টগ্রাম কলেজ রোড হতে কাপাসগোলা রোড পর্যন্ত যানজট পরিস্থিতি উন্নত হয়েছে; এবং
- ডেনেজ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৮। প্রকল্পটির বাস্তবায়নের সুফল এর Sustainability :

Sustainability নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করছে :

- সঠিক ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং;
- বার্ষিক অপারেশন এন্ড মেইনটেইন্যান্স বাজেটের যথাযথ ব্যয়;
- সর্বোপরি কাজের মান ও স্থায়িত্ব।

১৯। পর্যবেক্ষণ/বাস্তবায়ন সমস্যাাদি :

১৯.১ ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন না করা : সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত বিধি, ২০০৮ এর ১৬ নং বিধি অনুযায়ী অর্থ বছরের শুরুতে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নের বিধান থাকলেও তা প্রতিপালন করা হয়নি। পিপিআর এর ১৬ নং বিধিতে আরো উল্লেখ রয়েছে যে, “ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন সকল ক্রয়কারীর জন্য বাধ্যতামূলক হইবে”। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন না করায় পিপিআর এর ১৬ নং বিধির ব্যত্যয় ঘটেছে।

১৯.২ ক্রয় প্রক্রিয়ায় রাস্তা নির্মাণ কাজ মাত্রারিক্ত লটে বিভক্তিকরণ : প্রকল্পের আরডিপিপি অনুসারে বাস্তবায়নকারী সংস্থা মাত্র ২.১৯ কি:মি: রাস্তা ও তৎসংলগ্ন কাজের জন্য ১১টি লটের মাধ্যমে নির্বাচিত ১১টি প্রতিষ্ঠান দ্বারা ভৌত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে। বাস্তবতার নিরিখে মাত্র ২.১৯ কি:মি: রাস্তা ও তৎসংলগ্ন কাজের জন্য ১১টি লটে ক্রয় কার্য সম্পন্নকরত: আইএমইডি'র নিকট মাত্রারিক্ত মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৯.৩ ভূমি অধিগ্রহণ ও অবকাঠামো ক্ষতিপূরণ খাতে ব্যয় কম হওয়া : প্রকল্পের আরডিপিপি অনুসারে ভূমি অধিগ্রহণ খাতে ১৬৮.৪৫ কাঠা ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ৬০৭২.৬৯ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা ছিল এবং অবকাঠামো ক্ষতিপূরণ খাতে ১১০৬২.০০ ব:মি: অবকাঠামো ক্ষতিপূরণের জন্য ৮২৩.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা ছিল। পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ভূমি অধিগ্রহণ খাতে ১৫৬.০২ কাঠা ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ৫৬২৪.৭২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং অবকাঠামো ক্ষতিপূরণ খাতে ৪৮৪৮.৫৫ ব:মি: স্থাপনা ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩৫৯.২৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এখাতে কম ব্যয় করেও প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে।

১৯.৪ ভৌত নির্মাণ কাজে ল্যাবরেটরি টেস্ট সম্পন্ন না হওয়া : অত্র প্রকল্পের আওতায় ১১টি লটের মাধ্যমে ২.১৯ কি:মি: রাস্তা নির্মাণসহ তৎসংলগ্ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১১টি লটের মধ্যে কিছু লটের আওতায় ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রির ল্যাবরেটরি টেস্ট সম্পন্ন করা হলেও অধিকাংশ লটের আওতায় ব্যবহৃত সকল নির্মাণ উপকরণাদির ল্যাবরেটরি টেস্ট সম্পন্ন করা হয়নি। নির্মাণ উপকরণাদির মান নিশ্চিত করার স্বার্থে সকল নির্মাণ উপকরণাদির ল্যাবরেটরি টেস্ট সম্পাদন করার আবশ্যিকতা ছিল।

১৯.৫ নির্মিত রাস্তায় ক্রাক ও গর্ত থাকা : পরিদর্শনকালে নির্মিত রাস্তার কয়েকটি জায়গায় ক্রাক ও গর্ত পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসংগে প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে, চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চট্টগ্রাম শহরের পানি সরবরাহ প্রকল্পের কারণে নির্মিত রাস্তা খনন করে মাটির নিচ দিয়ে পানির লাইন টানা হচ্ছে। ফলে কয়েকটি জায়গায় রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি আরও অবহিত করেন যে, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সাথে চট্টগ্রাম ওয়াসার সমঝোতার ভিত্তিতে এ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং পরবর্তীতে চট্টগ্রাম ওয়াসার আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা সংস্কার করা হবে।

- ১৯.৬ ডিভাইডারের ডিজাইন দৃষ্টিনন্দন ও পরিবেশবান্ধব না হওয়া : অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে ৫৭.৮২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২১৯৪.৯৯ রা: মি: রোড ডিভাইডার নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয় যে, ইটের নির্মিত এই রোড ডিভাইডার দৃষ্টিনন্দন নয় এবং রোড ডিভাইডারের মাঝে ল্যান্ড স্কেপিং বা গাছ লাগানোর সুযোগ নেই। ইটের তৈরী রোড ডিভাইডারের পরিবর্তে সিসি ব্লকের রোড ডিভাইডার তৈরী করা হলে ইহা দীর্ঘস্থায়ী ও দৃষ্টিনন্দন হত।
- ১৯.৭ পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সংস্থান না থাকা: অনুমোদিত আরডিপিপিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) সভা ও স্টিয়ারিং কমিটির সংস্থান না থাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নকালে কোন পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে অনুমোদিত আরডিপিপিতে পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সংস্থান রাখার আবশ্যিকতা ছিল।
- ১৯.৮ পিসিআর প্রেরণে বিলম্ব : প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় জুন, ২০১৪ সালে। প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) ০৩ মাসের মধ্যে আইএমইডিতে প্রেরণের বাধ্যবাধকতা থাকলেও বিলম্বে (প্রায় ০৭ মাস পরে) প্রেরণ করা হয়। বর্ণিতাবস্থায়, বিলম্বে পিসিআর প্রেরণের কারণে প্রকল্পটির যথাসময়ে মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।
- ১৯.৯ এক্সটার্নাল ও ইন্টারনাল অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি না হওয়া : প্রাপ্ত পিসিআর ও পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, অত্র প্রকল্পের উপর ০২ বার ইন্টারনাল অডিট ও ০১ বার এক্সটার্নাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে তবে বেশ কয়েকটি অডিট আপত্তি রয়েছে যা এখনো নিষ্পন্ন করা হয়নি। আর্থিক স্বচ্ছতার স্বার্থে অত্র প্রকল্পের অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পন্ন করা প্রয়োজন।

২০। সুপারিশ/ মতামত :

- ২০.১ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা যথাযথভাবে প্রতিপালনে ব্যর্থতা এবং প্রশিক্ষিত করার কারণসমূহ উদ্ঘাটন করে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণকরত: পরবর্তীতে তা প্রতিপালনের বিষয়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় তা নিশ্চিত করবে ; (অনু: ১৯.১, অনু: ১৯.২ ও ক্রয় পর্যালোচনা) ;
- ২০.২ প্রকল্প প্রণয়নকালে এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যাতে প্রকল্পের Time over run ও Cost over run না ঘটিয়ে নির্ধারিত ব্যয় ও সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করা যায় (অনু: ০৫) ;
- ২০.৩ ভৌত নির্মাণ উপকরণাদির মান নিশ্চিত করার স্বার্থে সকল নির্মাণ উপকরণাদির ল্যাবরেটরি টেস্ট সম্পন্ন করত: তার যথাযথ ব্যবহার বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে (অনু:১৯.৪) ;
- ২০.৪ একই সময় একই জায়গায় একাধিক সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সেক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধন করতে হবে। নির্মিত রাস্তায় যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা অতি দ্রুত সংস্কারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনু:১৯.৫) ;
- ২০.৫ পরবর্তীতে এ জাতীয় প্রকল্পের রোড ডিভাইডার নির্মাণের সংস্থান থাকলে আর্থিক ব্যয় পর্যালোচনাকরত: ইটের ডিভাইডার নির্মাণের পরিবর্তে সিসি ব্লকের ডিভাইডার নির্মাণের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে (অনু:১৯.৬) ;
- ২০.৬ প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও মনিটরিংয়ের স্বার্থে ডিপিপিতে পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সংস্থান নিশ্চিতকরত: নিয়মিতভাবে পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজনে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে (অনু:১৯.৭);
- ২০.৭ প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে আবশ্যিকভাবে আইএমইডিতে পিসিআর প্রেরণের বিষয়টি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে (অনু:১৯.৮);
- ২০.৮ আর্থিক স্বচ্ছতার স্বার্থে প্রকল্পটির অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে; এবং
- ২০.৯ অনুচ্ছেদ ২০.১ হতে ২০.৮ পর্যন্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থাবলী আগামী ০১ মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

**পাঠানটুলী রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (ডিটি রোড জংশন হতে শেখ মুজিব রোড) শীর্ষক
প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত : জুন, ২০১৪)**

- ১। প্রকল্পের নাম : পাঠানটুলী রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (ডিটি রোড জংশন হতে শেখ মুজিব রোড)
- ২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
- ৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
- ৪। প্রকল্পের অবস্থান : চট্টগ্রাম সদর

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল			প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদকাল বৃদ্ধি			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৪০৩৮.৯০	৪০৩৮.৯০	৩৮০২.০০	জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১২	জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩	জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	-	১৩৩.৩৩%

৬। অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	কম্পিউটার এবং এক্সেসরিজ	থোক	২.০০	থোক	২.০০	থোক
২.	ভূমি অধিগ্রহণ	কাঠা	২২৪৬.৭৪	৭৫.৫০	২১৬০.৬৩	৭২.৬০
৩.	স্ট্রাকচার কমপেনসেশন	বঃমিঃ	১৫০.৭৯	২৬৪০.০	০.০০	০.০০
৪.	আর্থ কেরিং	ঘঃমিঃ	৩১.২৫	১১১৬৭.০০	৩১.২৫	১১১৬৭.০০
৫.	প্রিপারেশন অব সাব-গেড	বঃমিঃ	৮.২৩	১৬৯১৮.২২	৮.২৩	১৬৯১৮.২২
৬.	ইমপুভ সাব গ্রেড	ঘঃমিঃ	৩১.২৫	৪২২৯.৫৫	৩১.২৫	৪২২৯.৫৫
৭.	সাব বেস	ঘঃমিঃ	১২০.০৬	৩৩৮৩.৬৪	১২০.০৬	৩৩৮৩.৬৪
৮.	এগ্রগিডে সাব বেস, টাইপ-১	ঘঃমিঃ	৮৩.৮৫	১৬৯১.৮২	৮৩.৮৫	১৬৯১.৮২

৯.	বিটুমিনাস প্রাইম কোট	বঃমিঃ	১৫.৭০	১৭৪৪৭.৯৬	১৫.৭০	১৭৪৪৭.৯৬
১০.	বিটুমিনাস কারপেটিং	ঘঃমিঃ	৩৫৭.৯৩	২৬৪৪.১৩	৩৫৭.৯৩	২৬৪৪.১৩
১১.	বিটুমিনাস ট্রাক কোট	বঃমিঃ	১৫.৪৩	৫৭১৩১.২৭	১৫.৪৩	৫৭১৩১.২৭
১২.	সিল কোট	বঃমিঃ	৭৪.৯৯	৫৭১৩১.৭১	৭৪.৯৯	৫৭১৩১.৭১
১৩.	ডিভাইডার	রাঃমিঃ	৯৮.৮৪	২৭৪৩.৯০	৯৮.৮৪	২৭৪৩.৯০
১৪.	ফুটপাত কাম- ড়েন নির্মাণ	রাঃমিঃ	৬৬৬.৭৩	৮৩৬৩.২৯	৬৬৬.৭৩	৮৩৬৩.২৯
১৫.	ইলেকট্রিক পোল স্থানান্তর	সংখ্যা	২৫	৮০	২৫.০০	৮০
১৬.	এলইডি লাইট স্থাপন	সংখ্যা	২০	১০০	২০.০০	১০০
১৭.	টিএন্ডটি পোল স্থানান্তর	সংখ্যা	৯	৪৫	৯.০০	৪৫
১৮.	গ্যাস, ওয়াসা লাইন স্থানান্তর	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	থোক
১৯.	প্রাইজ কন্টিনজেন্সি	থোক	১.০০	থোক	১.০০	থোক
২০.	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি	থোক	২.০০	থোক	২.০০	থোক
২০.	সাপ্লাই এ্যান্ড সার্ভিসেস	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০	থোক
	মোট:	-	৯০১০.২৩	১০০%	৮০৯৮.৫০	১০০%

০৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) :** আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে :

- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- ডিপিপি ও আরডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
- প্রকল্প অফিসের রক্ষিত নথি পর্যালোচনা;
- প্রধান প্রধান ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা;
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা; এবং
- প্রকল্প এলাকার উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা।

৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

- (ক) চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন এলাকার সাথে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টি করা; এবং
- (খ) পাঠানটুলী রোডের ভ্রমণ সময় ও ভ্রমণ দূরত্ব হ্রাস এবং যানজট দূরীকরণ।

৯। প্রকল্পের পটভূমি :

বন্দর নগরী চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী এবং বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে পরিচিত। চট্টগ্রাম দেশের বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর। দেশের আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যের সিংহভাগই এই বন্দর দিয়ে সম্পন্ন হয়ে থাকে। দেশের অর্থনীতিতে চট্টগ্রামের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদেশী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা এবং পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য চট্টগ্রাম শহরের অবকাঠামো উন্নয়ন করা প্রয়োজন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে চট্টগ্রামে দিন দিন যানজট তীব্র হচ্ছে। যেখানে একটি পরিকল্পিত সড়ক নেটওয়ার্ক তৈরীর লক্ষ্যে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন মাষ্টার প্ল্যানে Secondary Road Network প্রশস্তকরণ ও উন্নয়নের কথা বলা আছে। মাষ্টার প্ল্যানের গাইড লাইন অনুযায়ী প্রস্তাবিত সড়ক প্রশস্তকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে। আলোচ্য সড়কে সংযুক্ত রাস্তাগুলো চট্টগ্রাম শহরের অন্যতম পুরাতন ও গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। রাস্তাগুলোর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন হলে আগ্রাবাদ কমার্শিয়াল এরিয়া, পুরাতন রেল স্টেশন, কদমতলী দেওয়ান হাট এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে। রাস্তাগুলো সম্প্রসারিত হলে বন্দরের সাথে শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে। এ প্রেক্ষাপটে আলোচ্য প্রকল্পটি গত ২৫/০১/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে গত ০২/০৮/২০১২ তারিখে প্রাক্কলতি ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন অনুমোদন করা হয়।

১০। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :

প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে জনাব মোহাম্মদ হাসান, সহকারী প্রকৌশলী, পূর্ণকালীন প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

১১। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :

- ভূমি অধিগ্রহণ (৭৫.৫০ কাঠা)
- চট্টগ্রামস্থ পাঠানটুলী এ সংলগ্ন রোডসমূহের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (৪.৫৫ কি:মি);
- ফুটপাথ কাম ড্রেন নির্মাণ (৮৩৬৩.২৯ রা:মি:);
- আরসিসি বক্স কালভার্ট নির্মাণ (১টি);
- ডিভাইডার নির্মাণ (২৭৪৩.৯০ রা:মি); এবং
- এলইডি লাইট স্থাপন (১০০টি)।

১২। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি :

প্রকল্পটির মোট অনুমোদিত প্রাক্কলতি ব্যয় ৪০৩৮.৯০ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৩৮০২.০০ লক্ষ টাকা (৯৪.১৩%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৩। আর্থিক বরাদ্দ ও ব্যয় বিশ্লেষণ :

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত বরাদ্দ	টাকা অবমুক্তি	ব্যয়
১	২	৩	৪
২০১১-১২	৮০০.০০	৮০০.০০	৮০০.০০
২০১২-১৩	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৪০০.০০
২০১৩-১৪	১৬০২.০০	১৬০২.০০	১৬০২.০০
মোট =	৩৮০২.০০	৩৮০২.০০	৩৮০২.০০

নোট : প্রকল্পটি জানুয়ারী, ২০১১ এ শুরু হওয়ার জন্য নির্ধারিত থাকলেও ২০১০-১১ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের অনুকূলে কোন অর্থ বরাদ্দ ছিল না।

১৪। প্রকল্প পরিদর্শন, পরিদর্শিত এলাকা ও প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ :

গত ০২ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক (পূর্ত) কর্তৃক অত্র প্রকল্পটি পরিদর্শন করা হয়। এ সময়ে প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত থেকে পরিদর্শন সহযোগিতা প্রদান করেন।

➤ প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ :

- প্রকল্পের আওতায় পাঠানটুলী রোড ও তৎসংলগ্ন ৪টি রাস্তায় মোট ৪.৫৫ কি:মি: সড়ক প্রশস্তকরণসহ এর আনুষঙ্গিক উন্নয়ন কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। রাস্তাগুলো হলোঃ বটতলী রেল স্টেশন হতে দেওয়ানহাট জংশন পর্যন্ত, ডিটি রোড জংশন হতে মাদারবাড়ী রেলগেট পর্যন্ত, মতিয়ারপুল জংশন হতে কমার্স কলেজ মোড় পর্যন্ত, এবং শেখ মুজিব রোড জংশন হতে আগ্রাবাদ এক্সেস রোড জংশন পর্যন্ত। এ রাস্তাসমূহ উন্নয়নের ফলে আগ্রাবাদ কমার্শিয়াল এরিয়া, পুরাতন রেলওয়ে স্টেশন ও কদমতলী দেওয়ানহাট এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা পূর্বের তুলনায় উন্নত হয়েছে।



চিত্র (১) : সম্প্রসারিত ও উন্নয়নকৃত পাঠানটুলী রোড। চিত্র (২) : পাঠানটুলী গায়েবী মসজিদের সামনে নির্মিত রাস্তা।

- অত্র প্রকল্পের আওতায় ৫২.৭৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এই কালভার্ট নির্মাণের মাধ্যমে শহরের খাল রক্ষা করে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা হয়েছে। তবে পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয় যে, কালভার্ট নির্মিত হলেও খালের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা শোচনীয়। এ খাল যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা না হলে বর্ষা মৌসুমে উক্ত এলাকায় জলাবদ্ধতা প্রকট আকার ধারণ করবে।



চিত্র (৩) : প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কালভার্ট।

চিত্র (৪) : নির্মিত কালভার্টের নিচে জমা থাকা আবর্জনার স্থাপ।

- প্রকল্পের আওতায় ২০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০০টি এলইডি লাইট স্থাপনের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয় যে, রাস্তার সৌন্দর্য্যবর্ধন তথা রাস্তা আলোকিত করতে এ সোডিয়াম লাইট ব্যবহৃত হচ্ছে।



চিত্র (৫) : পাঠানটুলী রোডে স্থাপিত এলইডি লাইট।



চিত্র (৬) : শেখ মুজিব রোডে স্থাপিত এলইডি লাইট।

- অত্র প্রকল্পের আওতায় ৬৬৬.৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮৩৬৩.২৯ রা:মি: ফুটপাথ কাম ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, নির্মিত ড্রেনের উপরে স্থাপিত স্লাব অনেক জায়গায় যথাযথভাবে স্থাপন করা হয়নি এবং ড্রেনের দেয়ালের প্লাস্টার যথাযথভাবে সম্পাদন করা হয়নি। বিষয়টি প্রকল্প পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।



চিত্র (৭) : প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ড্রেন।



চিত্র (৮) : ফুটপাথের নির্মিত স্লাব।

- অত্র প্রকল্পের আওতায় ৯৮.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৭৪৩.৯০ রা:মি: রোড ডিভাইডার নির্মাণ করা হয়েছে। ইটের তৈরী রোড ডিভাইডারের ডিজাইনটি দৃষ্টি-নন্দন নয় বলে প্রতীয়মান হয়। এছাড়াও রোড ডিভাইডারের মাঝে ফাঁকা জায়গা না

থাকায় বৃক্ষ রোপনের কোন সুযোগ নেই। সিসি ব্লকের রোড ডিভাইডার তৈরী করে মাঝের ফাঁকা জায়গায় বৃক্ষ রোপন করা হলে বিষয়টি অধিকতর দৃষ্টিনন্দন ও পরিবেশ উপযোগী হত।



চিত্র (৯) : ইটের নির্মিত রোড ডিভাইডার।

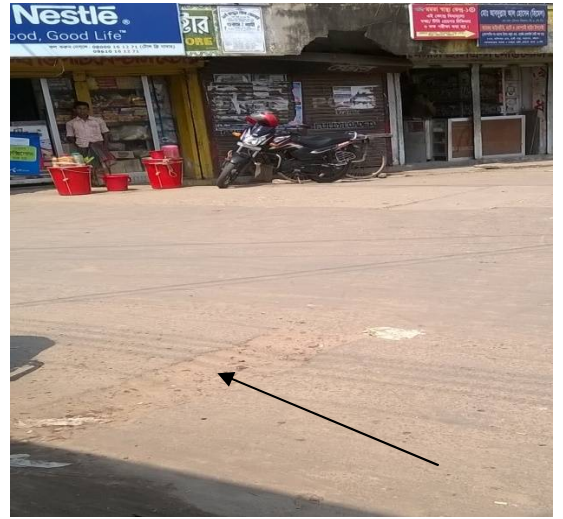


চিত্র (১০) : ডিভাইডারের ডিজাইনের কারণে পরবর্তীতে এখানে বৃক্ষ রোপনের সুযোগ নেই।

- প্রকল্পের আওতায় শেখ মুজিব রোড জংশন হতে আগ্রাবাদ এক্সেস রোড জংশন পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণসহ এর আনুষঙ্গিক উন্নয়ন কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। এ রাস্তা উন্নয়নের ফলে শেখ মুজিব রোড জংশন হতে আগ্রাবাদ এক্সেস রোড জংশন পর্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। পরিদর্শনকালে নির্মিত রাস্তার কয়েকটি জায়গায় গর্ত পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে, চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চট্টগ্রাম শহররে পানি সরবরাহ প্রকল্পের কারণে নির্মিত রাস্তা খনন করে মাটির নিচ দিয়ে পানির লাইন টানা হচ্ছে। ফলে কয়েকটি জায়গায় রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।



চিত্র (১১) : নির্মিত আগ্রাবাদ এক্সেস রোড



চিত্র (১২): রাস্তায় বিদ্যমান গর্তের নমুনা

১৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :

পরিকল্পিত	অর্জিত	অত্র বিভাগের মন্তব্য
(ক) চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন এলাকার সাথে উন্নত যোগাযোগের ব্যবস্থা সৃষ্টি করা; এবং	আগ্রাবাদ কমাশিয়াল এরিয়া, পুরাতন রেলওয়ে স্টেশন ও কদমতলী দেওয়ানহাট এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা পূর্বের তুলনায় উন্নত হয়েছে এবং নগরীর যানজট নিরসনে অত্র রাস্তাটি বিশেষ ভূমিকা রাখছে।	আপাতদৃষ্টিতে স্বল্প মেয়াদে উদ্দেশ্য অর্জিত হলেও প্রভাব মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকৃত উদ্দেশ্য নিরূপণ করা যাবে।
(খ) পাঠানটুলী রোডের ভ্রমণ সময় ও ভ্রমণ দুরত্ব হ্রাস এবং যানজট দূরীকরণ।		

১৬। প্রকল্পের প্রধান প্রধান ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য :

দরপত্র সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ের প্রধান উদ্দেশ্যে ছিল প্রকল্পটির আওতায় সম্পাদিত কাজের ক্রয় প্রক্রিয়া কাজ পর্যবেক্ষণ করা। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পটির আওতায় একাধিক প্যাকেজ/লট থাকায় Random Selection এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত কয়েকটি প্যাকেজ/লটের ক্রয় প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা হয় :

১৬.১ লট নং-WD-01 : লট-১ এর আওতায় পাঠানটুলী রোডের সম্প্রসারণ, ফুটপাথ-কাম ডেন নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন করা হয়। ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে এ লটের আওতায় ভৌত কাজ সম্পাদন করা হয়। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে ০৯.০৫.২০১১ তারিখে দৈনিক ভোরের কাগজ, দি ডেইলি পিপলস ভিউসহ স্থানীয় আরও দু'টি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ২ জন বহিঃসদস্য উপস্থিত ছিলেন। গত ২৬.০৫.২০১১ তারিখে টেন্ডার open করা হয়। গত ০৯.০৬.২০১১ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ০৭টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে মাত্র ০৫টি প্রতিষ্ঠান রেসপনসিভ/যোগ্য দরদাতা হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রকল্প অফিস হতে গত ০৫.০৭.২০১১ তারিখে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স সি ইসি আর ভি (জেভি)-কে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। গত ২৫.০৮.২০১১ তারিখে নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয় যার মেয়াদ ছিল ১২০ দিন এবং চুক্তি মূল্য ছিল ১৩১.৯২ লক্ষ টাকা। কিন্তু কার্য সম্পাদনে চুক্তি অপেক্ষা অধিক সময় ব্যয় হয় এবং পরবর্তীতে ভেরিয়েশন অর্ডারের মাধ্যমে চুক্তি মূল্য বৃদ্ধি করে ১৫১.৭১ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

১৬.২ লট নং-WD-02 : লট-২ এর আওতায় পাঠানটুলী রোডের (বটতলী রেলস্টেশন হতে দেওয়ানহাট জংশন) সম্প্রসারণ, ফুটপাথ-কাম ডেন নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন করা হয়। ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে এ লটের আওতায় ভৌত কাজ সম্পাদন করা হয়। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে ০৯.০৫.২০১১ তারিখে দৈনিক ভোরের কাগজ, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, দি ডেইলি পিপলস ভিউসহ স্থানীয় আরও দু'টি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ২ জন বহিঃসদস্য উপস্থিত ছিলেন। গত ২৬.০৫.২০১১ তারিখে টেন্ডার open করা হয়। গত ০৯.০৬.২০১১ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ০৬টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে মাত্র ০৫টি প্রতিষ্ঠান রেসপনসিভ/যোগ্য দরদাতা হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রকল্প

অফিস হতে গত ০৫.০৭.২০১১ তারিখে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স এ এইচ টিসি-আর এস এ (জেভি)-কে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। গত ২৫.০৮.২০১১ তারিখে নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয় যার মেয়াদ ছিল ১২০ দিন এবং চুক্তি মূল্য ছিল ১৩১.৯২ লক্ষ টাকা। কিন্তু কার্য সম্পাদনে চুক্তি অপেক্ষা অধিক সময় ব্যয় হয় এবং পরবর্তীতে ভেরিয়েশন অর্ডারের মাধ্যমে চুক্তি মূল্য বৃদ্ধি করে ১৫১.৭১ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

১৬.৩ লট নং-WD-05 : লট-৫ এর আওতায় ডিটি রোড জংশন হতে মাদারবাড়ী রেলগটে জংশন পর্যন্ত রোডের সম্প্রসারণ, ফুটপাথ-কাম ড্রেন নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন করা হয়। ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে এ লটের আওতায় ভৌত কাজ সম্পাদন করা হয়। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে ২৪.০৫.২০১২ তারিখে দৈনিক সমকাল, দৈনিক জনকণ্ঠ, দি ডেইলি পিপলস ভিউসহ স্থানীয় আরও দু'টি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ২ জন বহিঃসদস্য উপস্থিত ছিলেন। গত ০৭.০৬.২০১২ তারিখে টেন্ডার open করা হয়। গত ১৩.০৬.২০১২ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ০৩টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে মাত্র ০২টি প্রতিষ্ঠান রেসপনসিভ/যোগ্য দরদাতা হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রকল্প অফিস হতে গত ১৮.০৬.২০১২ তারিখে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স রাশদেজ্জামান-কে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। গত ২০.০৬.২০১২ তারিখে নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয় যার মেয়াদ ছিল ১৫০ দিন এবং চুক্তি মূল্য ছিল ১৯৩.৩০ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে ভেরিয়েশন অর্ডারের মাধ্যমে চুক্তি মূল্য হ্রাস করে ১৭০.১৫ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

১৬.৪ লট নং-WD-06 : লট-৬ এর আওতায় চৌমুহনী রোড জংশন হতে আগ্রাবাদ এক্সেস রোড জংশন পর্যন্ত রোডের সম্প্রসারণ, ফুটপাথ-কাম ড্রেন নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন করা হয়। ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে এ লটের আওতায় ভৌত কাজ সম্পাদন করা হয়। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে ২৪.০৫.২০১২ তারিখে দৈনিক সমকাল, দৈনিক জনকণ্ঠ, দি ডেইলি পিপলস ভিউসহ স্থানীয় আরও দু'টি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ২ জন বহিঃসদস্য উপস্থিত ছিলেন। গত ০৭.০৬.২০১২ তারিখে টেন্ডার open করা হয়। গত ১৩.০৬.২০১২ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ০৩টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে মাত্র ০২টি প্রতিষ্ঠান রেসপনসিভ/যোগ্য দরদাতা হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রকল্প অফিস হতে গত ২৫.০৭.২০১২ তারিখে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স জে ই এন্টারপ্রাইজ-কে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। গত ৩১.০৭.২০১২ তারিখে নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয় যার মেয়াদ ছিল ৯০ দিন এবং চুক্তি মূল্য ছিল ১৫২.১০ লক্ষ টাকা। কিন্তু কার্য সম্পাদনে চুক্তি অপেক্ষা অধিক সময় ব্যয় হয় এবং পরবর্তীতে ভেরিয়েশন অর্ডারের মাধ্যমে চুক্তি মূল্য বৃদ্ধি করে ১৬৮.৮৫ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

১৬.৫ লট নং-WD-07 : লট-৭ এর আওতায় বটতলী পুরাতন রেলস্টেশন হতে কদমতলী পর্যন্ত রোডের সম্প্রসারণ, ফুটপাথ-কাম ড্রেন নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন করা হয়। ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে এ লটের আওতায় ভৌত কাজ সম্পাদন করা হয়। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে ২৩.০৫.২০১২ তারিখে দৈনিক সমকাল, দৈনিক জনকণ্ঠ, দি ডেইলি পিপলস ভিউসহ স্থানীয় আরও দু'টি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ২ জন বহিঃসদস্য উপস্থিত ছিলেন। গত ০৫.০৬.২০১২ তারিখে টেন্ডার open করা হয়। গত ১৩.০৬.২০১২ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ০৪টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে মাত্র ০৩টি প্রতিষ্ঠান রেসপনসিভ/যোগ্য দরদাতা হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রকল্প অফিস হতে গত ১৭.০৬.২০১২ তারিখে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান মেসার্স টি ডি হযরত শাহজালাল (জেভি)-কে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। গত ২৪.০৬.২০১২ তারিখে নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয় যার মেয়াদ ছিল ৯০ দিন এবং চুক্তি মূল্য ছিল ১৯৬.৮৫ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে ভেরিয়েশন অর্ডারের মাধ্যমে চুক্তি মূল্য বৃদ্ধি করে ২০২.৩১ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

১৬.৬ লট নং-WD-10 : লট-১০ এর আওতায় কাপাসগোলা সড়ক ও চট্টগ্রাম কলজে সংলগ্ন সড়ক সম্প্রসারণ, ফুটপাথ-কাম ড্রেন নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন করা হয়। ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে এ লটের আওতায় ভৌত কাজ সম্পাদন করা হয়। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে গত ২৯.০৮.২০১১ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক কালেরকণ্ঠ, দি ডেইলি নডি এইজসহ স্থানীয় আরও ০২টি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ২ জন বহিঃসদস্য উপস্থিত ছিলেন। গত ২১.০৯.২০১১ তারিখে টেন্ডার open করা হয়। গত ১১.১০.২০১১ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ০৮টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে ০৮টি প্রতিষ্ঠান রেসপনসিভ/যোগ্য দরদাতা হিসেবে বিবেচিত হয়। ০৮টি প্রতিষ্ঠানের উদ্ধৃত মূল্য একই হওয়ায় মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক যে কোন ০১টি প্রতিষ্ঠানকে লটারির মাধ্যমে কার্যাদেশ প্রদানের সুপারিশ করেন। প্রকল্প অফিস কর্তৃক গত ২৭.১০.২০১১ তারিখে সর্বনিম্ন দরদাতা ০৮টি প্রতিষ্ঠান হতে মেসার্স আশা কনস্ট্রাকশন কোং-কে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। গত ১৬.১১.২০১১ তারিখে নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয় যার মেয়াদ ছিল ৬ মাস এবং চুক্তি মূল্য ছিল ১.৮৮ কোটি টাকা।

➤ **সামগ্রিক পর্যালোচনা :**

- ❖ অধিকাংশ ক্রয় ওপেন টেন্ডারিং মেথডের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে;
- ❖ টেন্ডার ইন্ডালুয়েশন কমিটিতে বহিঃসদস্যরা উপস্থিত ছিলেন;
- ❖ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে;
- ❖ টেন্ডার প্রক্রিয়ায় দুই বা ততোধিক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছে;
- ❖ সর্বনিম্ন রেসপনসিভ দরদাতাকে NOA প্রদান করা হয়; এবং
- ❖ অধিকাংশ লটে ভেরিয়েশনের মাধ্যমে চুক্তি মূল্য বৃদ্ধি করা হয়।

১৭। প্রকল্পটির বাস্তবায়নোত্তর প্রভাব (Impact) :

প্রকল্পটির বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত প্রভাবগুলো ফুটে উঠেছে:

- আগ্রাবাদ কমার্শিয়াল এরিয়া, পুরাতন রেলওয়ে স্টেশন ও কদমতলী দেওয়ানহাট এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা পূর্বের তুলনায় উন্নত হয়েছে;
- যানজট পরিস্থিতি উন্নত হয়েছে; এবং
- ডেনেজ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৮। প্রকল্পটির বাস্তবায়নের সুফল এর Sustainability:

Sustainability নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করছে:

- সঠিক ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং;
- বার্ষিক অপারেশন এন্ড মেইনটেইন্যান্স বাজেটের যথাপোযুক্ত ব্যয়;
- সর্বোপরি কাজের মান ও স্থায়িত্ব।

১৯। পর্যবেক্ষণ/বাস্তবায়ন সমস্যাাদি :

১৯.১ ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন না করা: সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত বিধি, ২০০৮ এর ১৬ নং বিধি অনুযায়ী অর্থ বছরের শুরুতে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নের বিধান থাকলেও তা প্রতিপালন করা হয়নি। পিপিআর এর ১৬ নং বিধিতে আরো উল্লেখ রয়েছে যে, “ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন সকল ক্রয়কারীর জন্য বাধ্যতামূলক হইবে”।

১৯.২ ক্রয় প্রক্রিয়ায় রাস্তা নির্মাণ কাজ মাত্রারিক্ত লটে বিভক্তিকরণ: প্রকল্পের আরডিপিপি অনুসারে বাস্তবায়নকারী সংস্থা মাত্র ৪.৫৫ কি:মি: রাস্তা ও তৎসংলগ্ন কাজের জন্য ১১টি লটের মাধ্যমে নির্বাচিত ১১টি প্রতিষ্ঠান দ্বারা ভৌত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে। বাস্তবতার নিরিখে মাত্র ৪.৫৫ কি:মি: রাস্তা ও তৎসংলগ্ন কাজের জন্য ১১টি লটে ক্রয় কার্য সম্পন্নকরত: আইএমইডি’র নিকট মাত্রারিক্ত মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৯.৩ ভূমি অধিগ্রহণ ও অবকাঠামো ক্ষতিপূরণ খাতে ব্যয় কম হওয়া : প্রকল্পের আরডিপিপি অনুসারে ভূমি অধিগ্রহণ খাতে ৭৫.৭০ কাঠা ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ২২৪৬.৭৪ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা ছিল এবং অবকাঠামো ক্ষতিপূরণ খাতে ২৬৪০.০০ ব:মি: অবকাঠামো ক্ষতিপূরণের জন্য ১৫০.৭৯.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা ছিল। পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ভূমি অধিগ্রহণ খাতে ৭২.৬০ কাঠা ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ২১৬০.৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং অবকাঠামো ক্ষতিপূরণ খাতে ক্ষতিপূরণ বাবদ কোন টাকা ব্যয় করা হয়নি। এখাতে কম ব্যয় করেও প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে।

- ১৯.৪ ভৌত নির্মাণ কাজে ল্যাবরেটরি টেস্ট সম্পন্ন না হওয়া :** অত্র প্রকল্পের আওতায় ১১টি লটের মাধ্যমে ৪.৫৫ কি:মি: রাস্তা নির্মাণসহ তৎসংলগ্ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্পের নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কিছু নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাবরেটরী টেস্ট সম্পন্ন করা হলেও অধিকাংশ নির্মাণ উপকরণাদির ল্যাবরেটরী টেস্ট সম্পন্ন করা হয়নি। নির্মাণ উপকরণাদির মান নিশ্চিত করার স্বার্থে সকল নির্মাণ উপকরণাদির ল্যাবরেটরী টেস্ট সম্পাদন করার আবশ্যিকতা ছিল।
- ১৯.৫ নির্মিত রাস্তায় গর্ত থাকা :** পরিদর্শনকালে নির্মিত রাস্তার কয়কোটি জায়গায় গর্ত পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরচালক অবহতি করেন যে, চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃক বাস্তবায়নধীন চট্টগ্রাম শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্পের কারণে নির্মিত রাস্তা খনন করে মাটির নিচ দিয়ে পানির লাইন টানা হচ্ছে। ফলে কয়কোটি জায়গায় রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
- ১৯.৬ ডিভাইডার রে ডিজাইন দৃষ্টিনন্দন ও পরবিশেষাঙ্কব না হওয়া :** অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে ৯৮.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২৭৪৩.৯০ রা: মি: রোড ডিভাইডার নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয় যে, ইটের নির্মিত এই রোড ডিভাইডার দৃষ্টিনন্দন নয় এবং রোড ডিভাইডার রে মাঝে ল্যান্ড স্কেপিং বা গাছ লাগানোর সুযোগ নেই। ইটের তৈরী রোড ডিভাইডার রে পরিবর্তে সিসি ব্লকের রোড ডিভাইডার তৈরী করা হলে ইহা দীর্ঘস্থায়ী ও দৃষ্টিনন্দন হত।
- ১৯.৭ রাস্তার এ্যালাইনমেন্টে সমান্তরাল না হওয়া :** প্রকল্প পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত হয় যে, মসজিদ, কবরস্থান, পুরাতন স্থাপনার কারণে রাস্তা নির্মাণ সরল এ্যালাইনমেন্ট রাখা সম্ভব হয়নি। এক্ষেত্রে কয়কোটি জায়গায় রাস্তার প্রশস্ততা সমানভাবে না হয়ে স্থানভেদে কম-বেশি হয়েছে।
- ১৯.৮ পিআইসি ও স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভাসভা নিয়মিত আয়োজন না করা :** প্রকল্প দলিল অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রতিমাসে অন্তত: ০১ বার বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) সভা ও ২ মাসে অন্তত: ০১ বার স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজনের সংস্থান থাকলেও নিয়মিতভাবে পিআইসি ও স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।
- ১৯.৯ পিসিআর প্রেরণে বিলম্ব :** প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় জুন, ২০১৪ সালে। প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) ০৩ মাসের মধ্যে আইএমইডি'তে প্রেরণের বাধ্যবাধকতা থাকলেও বিলম্বে (প্রায় ০৮ মাস পরে) প্রেরণ করা হয়। বর্ণিতাবস্থায়, বিলম্বে পিসিআর প্রেরণের কারণে প্রকল্পটির যথাসময়ে মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।
- ১৯.১০ এক্সটার্নাল ও ইন্টারনাল অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি না হওয়া :** প্রাপ্ত পিসিআর ও পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, অত্র প্রকল্পের উপর ০২ বার ইন্টারনাল অডিট ও ০১ বার এক্সটার্নাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে, তবে বেশ কয়কোটি অডিট আপত্তি রয়েছে যা এখনো নিষ্পন্ন করা হয়নি। আর্থিক স্বচ্ছতার স্বার্থে অত্র প্রকল্পের অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পন্ন করা প্রয়োজন।

২০। সুপারিশ/ মতামত :

- ২০.১** সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা যথাযথভাবে প্রতিপালনের বিষয়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় তা নিশ্চিত করবে ; (অনু: ১৯.১);
- ২০.২** প্রকল্প প্রণয়নকালে এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যাতে প্রকল্পের Time over run এবং Cost Over run না ঘটিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করা যায় (অনু: ০৫);

- ২০.৩ ভৌত নির্মাণ উপকরণাদির মান নিশ্চিত করার স্বার্থে সকল নির্মাণ উপকরণাদির ল্যাবরেটরি টেষ্ট সম্পন্ন করত: তার যথাযথ ব্যবহার বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে (অনু:১৯.৪);
- ২০.৪ একই সময় একই জায়গায় একাধিক সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সেক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধন করতে হবে। নির্মিত রাস্তায় যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা অতি দ্রুত সংস্কারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনু:১৯.৫);
- ২০.৫ পরবর্তীতে এ জাতীয় প্রকল্পের রোড ডিভাইডার নির্মাণের সংস্থান থাকলে আর্থিক ব্যয় পর্যালোচনাকরত: ইটের ডিভাইডার নির্মাণের পরিবর্তে সিসি ব্লকের ডিভাইডার নির্মাণের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে (অনু:১৯.৬);
- ২০.৬ রাস্তার এ্যালাইনমেন্ট যাতে কারিগরি দিক বিবেচনায় সমান্তরাল রাখা যায় সে ব্যাপারে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নকালে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যিক (অনু: ১৯.৭);
- ২০.৭ প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও মনিটরিংয়ের স্বার্থে নিয়মিতভাবে পিআইসি ও স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজনে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে (অনু:১৯.৮);
- ২০.৮ আর্থিক স্বচ্ছতার স্বার্থে প্রকল্পটির অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে (অনু:১৯.১০);
- ২০.৯ প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে আবশ্যিকভাবে আইএমইডিতে পিসিআর প্রেরণের বিষয়টি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে (অনু:১৯.৯); এবং
- ২০.১০ অনুচ্ছেদ ২০.১ হতে ২০.৯ পর্যন্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থাবলী আগামী ০১ মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

**খুলনা মাস্টার প্ল্যান (২০০১) এলাকার ডিটাইল্ড এরিয়া ডভেলপমেন্টে প্ল্যান প্রণয়ন শীর্ষক
সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত : জুন/২০১৪)**

- ১। প্রকল্পের নাম : খুলনা মাস্টার প্ল্যান (২০০১) এলাকার ডিটাইল্ড এরিয়া ডভেলপমেন্টে প্ল্যান প্রণয়ন
- ২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
- ৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (খুউক)।
- ৪। প্রকল্পের অবস্থান : খুলনা সদর।
- ৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬০৯.৪১	৬০৯.৪১	৫০৪.০৭	জানুয়ারী, ২০০৯ হতে জুন, ২০১১	জানুয়ারী, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪	জানুয়ারী, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪	(-) ১০৫.৩৪ (১৭.২৯%)	৩৬ মাস (১২০%)

৬। অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	অফিসারদের বেতন	-	১৪.৩৬	-	-	-
২.	কর্মচারীদের বেতন	-	৮.৭১	-	-	-
৩.	সার্ভে	-	২৫০.০০	-	২৪৯.৯৮	-
৪.	পরামর্শক	-	১৮৭.৮৮	-	১৮৭.৮৮	-
৫.	বৈদেশিক ট্যুর	-	২৭.১১	-	২৭.১০	-
৬.	জ্বালানী	-	১২.০০	-	১২.০০	-
৭.	সম্মানী	-	৫.০০	-	৫.০০	-
৮.	কন্টিনজেন্সী	-	১৪.০০	-	১৪.০০	-
৯.	ব্যয় বৃদ্ধি (রাজস্ব)	-	৪৮.৪৯	-	-	-
১০.	মেশিনারী এবং ইকুইপমেন্ট	-	১৮.২৯	-	৭.৫১	-
১১.	যানবাহন ক্রয়	-	১৯.২৫	-	-	-
১২.	ব্যয় বৃদ্ধি (মূলধন)	-	৩.৭৫	-	-	-
মোট =		-	৬০৯.৭১	-	৫০৪.৯৭	-

০৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে:

- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- ডিপিপি ও আরডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা;
- প্রকল্প অফিসের রক্ষিত নথি পর্যালোচনা;
- প্রধান প্রধান ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা; এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

০৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

- (ক) প্রকল্প এলাকায় মানসম্পন্ন মৌলিক নগরায়ন ও পরিবেশ বান্ধব পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- (খ) সরকারী, ব্যক্তি মালিকানাধীন উন্নয়ন কার্যক্রমকে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান ও পরিকল্পিত উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা;
- (গ) ভবিষ্যতে উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা প্রদানের দিক নির্দেশনা দেয়া;
- (ঘ) উন্নয়ন কার্যক্রমের সুযোগ ও প্রতিবন্ধকতা নিরূপন করা; এবং
- (ঙ) পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাকৃতিক জলাশয়, পার্ক, উদ্যান ও অন্যান্য প্রকৃতির সম্পদের সংস্থান রাখা।

০৯। **প্রকল্পের পটভূমি :**

বিগত ১২ সেপ্টেম্বর, ২০০২ তারিখে গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে খুলনা মাস্টার প্ল্যান-২০০১ অনুমোদিত হয়। উল্লেখ্য যে, অনুমোদিত মাস্টারপ্ল্যানের ভলিউম-৩ এর ১.৮ নং সেকশনে সম্পূর্ণ মাস্টার প্ল্যান এলাকাকে বিভিন্ন ডিটেইন্ড এরিয়া প্ল্যানিং (DAP) জোনে ভাগ করা হয়। খুলনা মাস্টারপ্ল্যান-২০০১ এলাকায় ডিটেইন্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়নে মাস্টারপ্ল্যান - ২০০১ এর নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

১০। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন অবস্থাঃ**

আলোচ্য প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক ২১/০৯/২০০৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। ২৪/০৯/২০০৮ তারিখে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়। আইএমইডি'র সুপারিশক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রকল্পটির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর বৃদ্ধি করে জুলাই, ২০১১ থেকে জুন, ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদ বাস্তবায়নের আদেশ জারী করে। পরবর্তীতে গত ৩১/১০/২০১২ তারিখে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় অত্র প্রকল্পের প্রথম সংশোধনের প্রশাসনিক আদেশ জারী করে; যেখানে প্রকল্প ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে বাস্তবায়ন মেয়াদ জানুয়ারী, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে আবারও আইএমইডি'র সুপারিশক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধি করে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধির আদেশ জারী করে।

১১। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :**

প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে জনাব মোঃ মজিবুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

১২। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :

- পরামর্শক কর্তৃক স্ট্রাকচার প্ল্যান, মাস্টারপ্ল্যান ও ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন ;
- মেশিন ও ইকুপমেন্ট সংগ্রহ; এবং
- বৈদেশিক প্রশিক্ষণ।

১৩। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি :

প্রকল্পটির মোট অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৬০৯.৪১ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৫০৪.০৭ লক্ষ টাকা (৮২.৭১%); তবে বাস্তব অগ্রগতি পিসিআর-এ উল্লেখ করা হয়নি।

১৪। আর্থিক বরাদ্দ ও ব্যয় বিশ্লেষণ :

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	টাকা অবমুক্তি	ব্যয়
১	২	৩	৪
২০০৯-১০	৪০.০০	৬২.৭৫	১০.১৯
২০১০-১১	৭১.০০	১১৩.০০	৯০.১১
২০১১-১২	১৬০.০০	১৬০.০০	১৫৯.৬৮
২০১২-১৩	১৪৪.৫০	১৪৪.৫০	১৫১.৬০
২০১৩-১৪	৯৩.০০	৯২.৫১	৯২.৪৯
মোট =	৫০৮.৫০	৫৭২.৭৬	৫০৪.০৭

১৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :

পরিকল্পিত	অর্জিত	অত্র বিভাগের মন্তব্য
<p>(ক) প্রকল্প এলাকায় মানসম্পন্ন মৌলিক নগরায়ন ও পরিবেশ বান্ধব পরিকল্পনা প্রণয়ন;</p> <p>(খ) সরকারী, ব্যক্তি মালিকানাধীন উন্নয়ন কার্যক্রমকে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান ও পরিকল্পিত উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা;</p> <p>(গ) ভবিষ্যতে উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা প্রদানের দিক নির্দেশনা দেয়া;</p> <p>(ঘ) উন্নয়ন কার্যক্রমের সুযোগ ও প্রতিবন্ধকতা নিরূপন করা; এবং</p> <p>(ঙ) পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাকৃতিক জলাশয়, পার্ক, উদ্যান ও অন্যান্য প্রকৃতির সম্পদের সংস্থান রাখা।</p>	<p>এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে খুলনা মাস্টারপ্ল্যান-২০০১ এলাকায় ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়নে মাস্টারপ্ল্যান - ২০০১ এর নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্ল্যান অনুসরণের মাধ্যমে আধুনিক খুলনা শহরের উন্নয়ন কার্যক্রমের সুযোগ ও প্রতিবন্ধকতা যথাযথভাবে নিরূপন করা সম্ভব হবে।</p>	<p>আপাতদৃষ্টিতে স্বল্প মেয়াদে উদ্দেশ্য অর্জিত হলেও প্রভাব মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকৃত উদ্দেশ্য নিরূপন করা যাবে।</p>

১৬। পর্যবেক্ষণ/বাস্তবায়ন সমস্যাাদি :

১৬.১ **Time over run:** প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র তুলনায় এর বাস্তবায়ন সময় উল্লেখযোগ্য হারে অতিক্রান্ত হয়েছে। মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকালের চেয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ০৩ বছর সময় বেশী (১২০%) ব্যয় হয়েছে। ফলে উপকারভোগীদের প্রকল্পের সুফল পেতে বিলম্ব ঘটেছে।

১৬.২ আরডিপিপি অনুযায়ী সকল অংগের কাজ বাস্তবায়ন না হওয়াঃ প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৬০৯.৪১ লক্ষ টাকা নির্ধারিত থাকলেও প্রকৃত ব্যয় ৫০৪.০৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত সকল অংগের বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের আওতায় কেডিএ'র সংস্থানকৃত অর্থ হতে গাড়ী ক্রয়ের কথা থাকলেও গাড়ী ক্রয় করা হয়নি এবং এ অর্থ ব্যয় করা হয়নি।

১৬.৩ ডিটেইন্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান গেজেট আকারে প্রকাশিত না হওয়াঃ অত্র প্রকল্পের আওতায় প্রস্তুতকৃত খুলনা শহরের জন্য ডিটেইন্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান অদ্যাবধি প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়নি। ফলে এর প্রকৃত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিলম্বিত হচ্ছে।

১৬.৪ পিসিআর প্রণয়নে দুর্বলতা : মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনায় নিম্নবর্ণিত ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়ঃ

- ০৫ নং পৃষ্ঠায় প্রকল্পের অংগভিত্তিক আর্থিক অগ্রগতি উল্লেখ থাকলেও বাস্তব অগ্রগতির পরিমাণ প্রদান করা হয়নি।
- ০৭ নং পৃষ্ঠায় প্রকল্পের আওতায় আরএডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও প্রকৃত ব্যয়ের তথ্যে গরমিল পরিলক্ষিত হয়। মোট এডিপি বরাদ্দ অপেক্ষা অর্থ অবমুক্তির পরিমাণ বেশি দেখানো হয়েছে।
- ০৯ নং পৃষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্তৃক ০৩ বার পরিদর্শন করেছেন মর্মে উল্লেখ থাকলেও তিনি কি পর্যবেক্ষণ করেছেন ও মতামত প্রদান করেছেন তা উল্লেখ করা হয়নি।

১৬.৫ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি না করাঃ প্রকল্পটির পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকল্পটির ০১ বার ইন্টারনাল অডিট ও ০২ এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে, যেখানে অসংখ্য অডিট আপত্তি রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক পূরণকৃত পিসিআর এ অডিট আপত্তির বিষয়টি স্পষ্ট নয়। প্রকল্প পরিচালকের নিকট অডিট আপত্তির বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি অবহিত করেন যে, অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১৭। সুপারিশ/ মতামত :

১৭.১ প্রকল্প প্রণয়নকালে এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যাতে প্রকল্পের Time over run ও Cost over run না ঘটিয়ে নির্ধারিত ব্যয় ও সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করা যায়। এতে সরকারের বাস্তবায়িত প্রকল্প যথাসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে এবং সরকারি অর্থের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে (অনু: ১৬.১);

১৭.২ প্রকল্প প্রণয়নকালে এমনভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে যাতে অংগভিত্তিক সকল কার্যক্রমের সম্পূর্ণ আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি অর্জন করা যায় (অনুঃ ১৬.২) ;

১৭.৩ প্রকল্পের আওতায় প্রস্তুতকৃত ডিটেইন্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদনকরতঃ গেজেট আকারে প্রকাশের দ্রুত ব্যবস্থা করতে হবে। গেজেট প্রকাশিত হবার পর উক্ত ম্যাপসমূহ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ওয়েব সাইটে জনসাধারণের অবগতি ও ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে। (অনু: ১৬.৩) ;

- ১৭.৪ প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সঠিকভাবে পূর্ণাঙ্গ তথ্য সম্বলিত পিসিআর প্রণয়ন করতে হবে যা গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে (অনু: ১৬.৪) ;
- ১৭.৫ প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও মনিটরিংয়ের স্বার্থে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্মকর্তাগণ কোন প্রকল্প পরিদর্শন করলে পরিদর্শনের আলোকে পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রণয়নকরত: তা আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে (অনু: ১৬.৪) ;
- ১৭.৬ প্রকল্পের অডিট আপত্তি দূত নিষ্পন্নের ক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালকের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরত: বাস্তবায়নকারী সংস্থা কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে (অনু: ১৬.৫); এবং
- ১৭.৭ অনুচ্ছেদ ১৬.১ হতে ১৬.৬ পর্যন্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থাবলি আগামী ০১ মাসের মধ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

সাহেব বাজার হতে গৌড়হাঙ্গা মোড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (২য় সংশোধিত)
সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত : জুন, ২০১৪)

- ১। প্রকল্পের নাম : সাহেব বাজার হতে গৌড়হাঙ্গা মোড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ (২য় সংশোধিত)
- ২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
- ৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
- ৪। প্রকল্পের অবস্থান : রাজশাহী সদর

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৪৯৯.২৩	৪৫৩০.৮৮	৪৪৯০.২৩	জুলাই'২০০৮ হতে জুন'২০১০	জুলাই'২০০৮ হতে জুন'২০১৪	জুলাই'২০০৮ হতে জুন'২০১৪	১৯৯১.০০ (৭৯.৬৬%)	৪ বছর (২০০%)

৬। অঙ্গ ভিত্তিক অগ্রগতি :

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
			আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ	আর্থিক	বাস্তব পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	সরবরাহ ও সেবা	থোক	২০.০০	থোক	২০.০০	থোক
২.	স্থাপনার ক্ষতিপূরণ	সংখ্যা	২৪২১.১২	১১৪ টি	২৪২১.১২	১১৪ টি
৩.	জমি অধিগ্রহণ	হেক্টর	৯৯৩.২৫	১.১৩২	৯৯৩.২৫	১.১৩২
৪.	মাটির কাজ	ঘ:মি:	১১.২৭	১১৭২.০০	৩.৯২	১১৭২.০০
৫.	রাস্তা নির্মাণ ও পূর্ত কাজ	মিটার	৯০১.৩৪	১২০০.০০	৮৭৬.৪৩	১২০০.০০
৬.	পানির লাইন স্থানান্তর	-	৩৫.১৪	-	২৭.৮৪	-
৭.	ইলেকট্রিক লাইন স্থানান্তর	-	৪২.৬২	-	৪১.৯০	-
৮.	টিএলডি লাইন স্থানান্তর	-	১৬.৭৬	-	১৬.৪৯	-
৯.	মটর সাইকেল ক্রয়	সংখ্যা	২.৩৭	০২ টি	২.৩৭	০২ টি
১০.	হিল লোডার ক্রয়	সংখ্যা	৮৪.৯৮	০১ টি	৮৪.৯৮	০১ টি
১১.	বৃক্ষ রোপন ও সৌন্দর্যবর্ধন	-	২.০০	-	১.৯৩	-
	মোট =	-	৪৫৩০.৮৮		৪৪৯০.২৩	১০০%

০৭। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে:

- PEC সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- ডিপিপি ও আরডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর তথ্য পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;
- প্রকল্প অফিসের রক্ষিত নথি পর্যালোচনা;
- প্রধান প্রধান ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা; এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

০৮। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য :**

- (ক) রাজশাহী শহরের যানজট হ্রাস;
- (খ) ভৌত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে রাজশাহী শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা; এবং
- (গ) রাজশাহী শহরের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

০৯। **প্রকল্পের পটভূমি :**

সাহেব বাজার হতে গৌরহাঙ্গা মোড় পর্যন্ত সড়কটি অত্যন্ত অপ্রশস্ত এবং ঝাঁকাঝাঁকা। শহরের প্রধান বাণিজ্যিক স্থাপনাগুলো এ রাস্তার উভয় পাশে অবস্থিত বিধায় দিনের প্রায় অধিকাংশ সময়ই এ সড়কে তীব্র যানজট লেগে থাকে। মহানগরীর প্রধান বাণিজ্যিক এলাকা, পুরাতন সিটি সেন্টার, রেলওয়ে স্টেশনসহ সাহেব বাজার, বাস টার্মিনাল এবং ট্রাক টার্মিনাল ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকার সাথে সড়কটি সংযুক্ত করা হলে সড়কটি যানজট হ্রাসে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। বিদ্যমান সড়কটির মোট দৈর্ঘ্য ১.২০ কিঃমিঃ এবং প্রস্থ ১৮.৩০ মিটার। এমতাবস্থায়, শহরের যানজট নিরসনকল্পে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

১০। **প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য :**

প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে জনাব আবদুল্লাহ আল তারিক, নির্বাহী প্রকৌশলী, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

১১। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন অবস্থাঃ**

আলোচ্য প্রকল্পটি ২৪৯৯.২৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ১৭/০৪/২০০৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত হয়, যার মেয়াদ ধরা হয়েছিল জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১০ পর্যন্ত। পরবর্তীতে উক্ত প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে দুই বার মেয়াদ বৃদ্ধি করে এর মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত। গত ২০/০৩/২০১২ তারিখে প্রকল্পটির ১ম সংশোধনপূর্বক এর ব্যয় প্রাক্কলন করা হয় ৪৫৩০.৮৮ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত। সর্বশেষ গত ১১/১১/২০১৩ তারিখে প্রকল্পটির ২য় সংশোধনী মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় যার প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ধারিত হয় ৪৫৩০.৮৮ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ নির্ধারিত হয় জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত।

১২। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম :

- সাহেব বাজার হতে গৌড়হাঙ্গা মোড় পর্যন্ত রাস্তার প্রশস্ততা বৃদ্ধি করে নতুন রাস্তা নির্মাণ (১২০০ মি.);
- ফুটপাথ কাম ড্রেন নির্মাণ;
- ডিভাইডার নির্মাণ;
- পে-লোডার ক্রয়; এবং
- পানি, বিদ্যুৎ, টিএন্ডটি লাইন স্থানান্তর।

১৩। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি :

প্রকল্পটির মোট অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৫৩০.৮৮ লক্ষ টাকা। পিসিআর অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৪৪৯০.২৩ লক্ষ টাকা (৯৯.১০%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

১৪। আর্থিক বরাদ্দ ও ব্যয় বিশ্লেষণ :

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	টাকা অবমুক্তি	ব্যয়
১	২	৩	৪
২০০৮-০৯	৮৭.৩৫	৮৭.৩৫	৮৭.৩৫
২০০৯-১০	১২৫৮.০০	১২৫৮.০০	১২৫৮.০০
২০১০-১১	১০০০.৬৫	১০০০.৬৫	১০০০.৬৫
২০১১-১২	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০
২০১২-১৩	১৭৩৪.৮৮	১৭৩৪.৮৮	১৭৩৪.৮৮
২০১৩-১৪	২১৭.০০	২১৭.০০	২১৭.০০
মোট =	৪৪৯৭.৮৮	৪৪৯৭.৮৮	৪৪৯৭.৮৮

১৫। প্রকল্প পরিদর্শন, পরিদর্শিত এলাকা ও প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ :

গত ০৪ মে, ২০১৫ তারিখে আইএমইডি'র সহকারী পরিচালক (পূর্ত) কর্তৃক অত্র প্রকল্পটি পরিদর্শন করা হয়। এ সময়ে প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত থেকে পরিদর্শন সহযোগিতা প্রদান করেন।

➤ প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ :

- প্রকল্পের আওতায় ২৪২১.১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১১৪টি স্থাপনা অপসারণের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় এবং ৯৯৩.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১.১৩২ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের মাধ্যমে ৪টি এল.এ কেসের আওতায় এ জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করা হয়েছে। অধিকৃত জমিতে ০১টি বহুতল ভবনের অপসারণের বিষয় মহামান্য হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা থাকায় ভূমি অধিগ্রহণে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়।



চিত্র (১) : রাস্তা নির্মাণের প্রাক্কালে সাহেব বাজার এলাকায় স্থাপনা অপসারণের দৃশ্য (সংগৃহীত)।



চিত্র (২) : রাস্তা নির্মাণের প্রাক্কালে গৌড়হাঙ্গা এলাকায় স্থাপনা অপসারণের দৃশ্য (সংগৃহীত)।

- অত্র প্রকল্পের আওতায় ৮৭৬.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২০০ মিটার লম্বা রাস্তা, ডেন-কাম ফুটপাত ও ডিভাইডার নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্রতীয়মান হয় যে, এ রাস্তা নির্মাণের ফলে সাহেব বাজার এলাকা হতে গৌড়হাঙ্গা মোড় পর্যন্ত যাতায়াত সুবিধা পূর্বের তুলনায় অনেক উন্নত হয়েছে। রাস্তার প্রশস্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় যানজট সমস্যা দূর হয়েছে।



চিত্র (৩) : গৌড়হাঙ্গা মোড় এলাকায় নির্মিত নতুন রাস্তা।

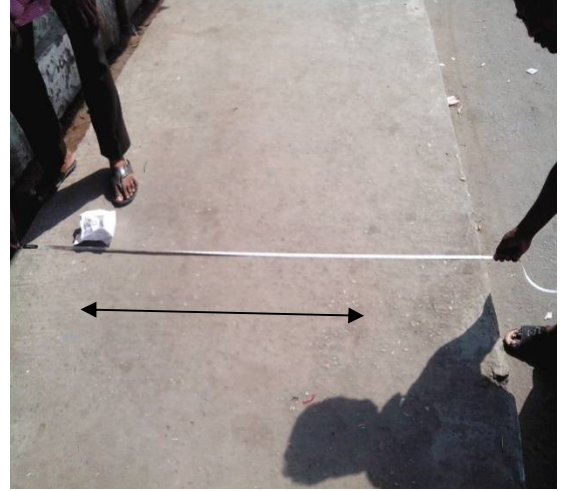


চিত্র (৪) : সাহেব বাজার এলাকায় নির্মিত নতুন রাস্তা।

- প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ১২০০ মিটার রাস্তার দু-পাশে ফুটপাত কাম-ডেন নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে পথচারীদের চলাচলের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ডেনেজ সিস্টেম উন্নত হয়েছে। পরিদর্শনকালে গৌড়হাঙ্গা মোড় এলাকায় ফুটপাতের প্রশস্ততা পরিমাপ করা হয় এবং অনুমোদিত ডিজাইনের সাথে সামঞ্জ্যতা পাওয়া যায়। তবে প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে এর দৈর্ঘ্যের প্রকৃত পরিমাণ সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ নেই।



চিত্র (৫) : গৌড়হাঙ্গা মোড় এলাকায় নির্মিত ফুটপাথ কাম-ড্রেন।

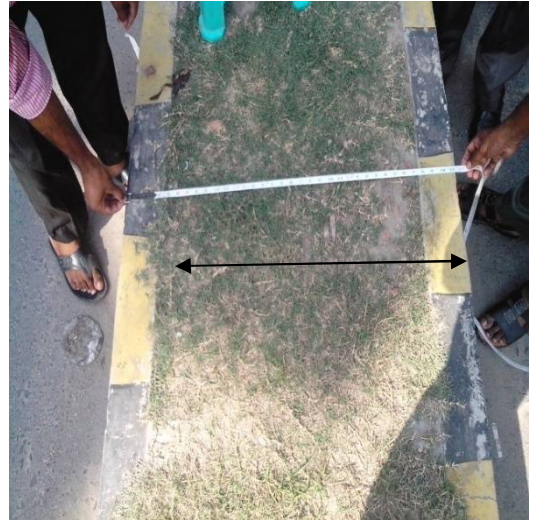


চিত্র (৬) : ফুটপাথের প্রশস্ততা পরিমাপের দৃশ্য।

- অত্র প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রাস্তায় যানবাহনের একমুখী চলাচল নিশ্চিত করার স্বার্থে রাস্তার মাঝে ডিভাইডার নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মাণকৃত ডিভাইডারের প্রশস্ততা পরিমাপ করা হয় এবং ডিজাইনের সাথে সামঞ্জ্যতা পাওয়া যায়। তবে প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপিতে এর দৈর্ঘ্যের প্রকৃত পরিমাণ সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ নেই। বর্তমানে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক রোড ডিভাইডারের মাঝে বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে।



চিত্র (৭) : নির্মিত রোড ডিভাইডারের দৃশ্য।



চিত্র (৮) : রোড ডিভাইডারের প্রশস্ততা পরিমাপের দৃশ্য।

- অত্র প্রকল্পটির আওতায় ৪১.৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিদ্যুতের লাইন স্থানান্তর করা হয় এবং ১৬.৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে টিএন্ডটি লাইন স্থানান্তর করা হয়। রাজশাহী বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও বিটিসিএল যথাক্রমে বিদ্যুতের লাইন স্থানান্তর ও টিএন্ডটি লাইন স্থানান্তরের কাজসমূহ ডেলিগেটেড ওয়ার্ক হিসাবে সম্পাদন করে। নির্মিত রাস্তার পাশে বহু আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন গড়ে উঠেছে যা উক্ত এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বেগবান করছে।



চিত্র (৯) : স্থানান্তরকৃত বিদ্যুৎ লাইন।

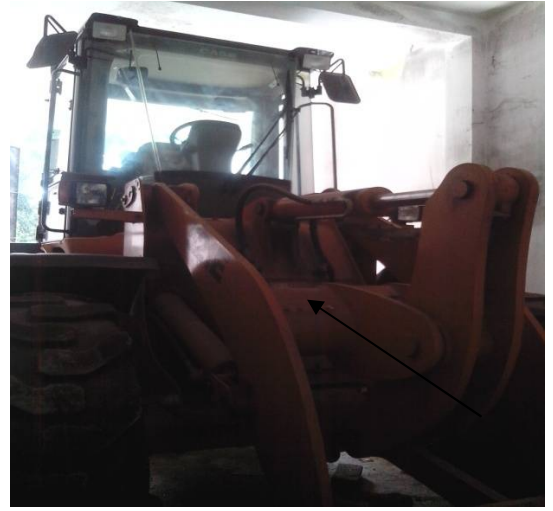


চিত্র (১০) : রাস্তার পাশে গড়ে উঠা বাণিজ্যিক ভবন।

- অত্র প্রকল্পের আওতায় ৮৪.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০১টি হইল লোডার ক্রয় করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে হইল লোডারটি অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে, এই হইল লোডারটি রক্ষণাবেক্ষন ও পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট জনবল আরডিএ-তে নেই। ফলশ্রুতিতে সামান্য ত্রুটি দেখা দিলেও যথাসময়ে তা মেরামত করা সম্ভব হয় না।



চিত্র (১১) : ক্রয়কৃত হইল লোডার।



চিত্র (১২): যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে হইল লোডারটি অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

১৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন :

পরিকল্পিত	অর্জিত	অত্র বিভাগের মন্তব্য
(ক) রাজশাহী শহরের যানজট হ্রাস; (খ) ভৌত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে রাজশাহী শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা; এবং (গ) রাজশাহী শহরের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।	সাহেব বাজার হতে গোড়হাঙ্গা মোড় পর্যন্ত নতুন এ রাস্তা নির্মাণের ফলে সাহেব বাজার হতে গোড়হাঙ্গা মোড় পর্যন্ত যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। প্রধান বানিজ্যিক এলাকার সাথে পুরাতন সিটি সেন্টার, রেলওয়ে স্টেশন ও বাস টার্মিনাল এলাকার সাথে যোগাযোগ সহজতর হয়েছে। নতুন এ রাস্তা নির্মাণের কারণে উক্ত এলাকায় বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ও বানিজ্যিক ভবন নির্মিত হচ্ছে যা রাজশাহীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।	আপাতদৃষ্টিতে স্বল্প মেয়াদে উদ্দেশ্য অর্জিত হলেও প্রভাব মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকৃত উদ্দেশ্য নিরূপণ করা যাবে।

১৬। প্রকল্পের প্রধান প্রধান ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য :

দরপত্র সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ের প্রধান উদ্দেশ্যে ছিল প্রকল্পটির আওতায় ক্রয়কৃত কাজ পর্যবেক্ষণ করা। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পটির আওতায় একাধিক প্যাকেজ/লট থাকায় জখহফডস ঝবষবপঃরডহ এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত কয়েকটি প্যাকেজ/লটের ক্রয় প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা হয় : ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM)

১৬.১ লট নং-এউ-০২ : লট-২ এর আওতায় ০১টি হইল লোডার ক্রয় করা হয়। ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে এ লটের আওতায় ক্রয় কাজ সম্পাদন করা হয়। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে ১৩.০৮.২০০৮ তারিখে দৈনিক ভোরের ডাক, দি বাংলাদেশ অবজারভারসহ স্থানীয় আরও একটি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে একাধিক জন বহিঃসদস্য উপস্থিত ছিলেন। গত ১৬.০৯.২০০৮ তারিখে টেন্ডার open করা হয়। গত ২২.০৯.২০০৮ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ২টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে মাত্র ০১টি প্রতিষ্ঠান রেসপনসিভ/যোগ্য দরদাতা হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রকল্প অফিস হতে গত ০৪.১১.২০০৮ তারিখে সর্বনিম্ন/একমাত্র দরদাতা প্রতিষ্ঠান মের্সাস ডাইনামিক-কে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। গত ২৪.১.২০০৮ তারিখে নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয় যার মেয়াদ ছিল ৬ মাস এবং চুক্তি মূল্য ছিল ৮৪.৯৮ লক্ষ টাকা। তবে পরবর্তীতে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। এক্ষেত্রে কোন খ.উ আরোপ করা হয়নি।

১৬.২ লট নং-ডউ-০২ : লট-২ এর আওতায় সাহেব বাজার হতে গোড়হাঙ্গা মোড় পর্যন্ত রাস্তা সম্প্রসারণ, ফুটপাথ -কাম ড্রেন নির্মাণ, কালভার্ট নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন করা হয়। ওপেন টেন্ডারিং মেথড (OTM) এর মাধ্যমে এ লটের আওতায় ভৌত কাজ সম্পাদন করা হয়। এ প্যাকেজের ক্ষেত্রে ১৩.১২.২০০৯ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠ, দি ইনডিপেনডেন্টসহ স্থানীয় আরও ০২টি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে ৩ জন বহিঃসদস্য উপস্থিত ছিলেন। গত ২৯.০১.২০১০ তারিখে টেন্ডার open করা হয়। গত ০২.০২.২০১০ তারিখে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ০৭টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে ০৪টি প্রতিষ্ঠান রেসপনসিভ/যোগ্য দরদাতা হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রকল্প অফিস হতে গত ২৩.০২.২০১০ তারিখে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান মের্সাস এ.এস-কে এইচ (জেবি)-কে নোটিফিকেশন

অব এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। গত ০১.০৩.২০১০ তারিখে নির্বাচিত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয় যার মেয়াদ ছিল ১২ মাস এবং চুক্তি মূল্য ছিল ৬০৪.৬৫ লক্ষ টাকা।

কার্যাদেশ প্রদানের প্রায় ০২ বছর পর অধিকৃত জমির বাস্তব দখল পাওয়া যায়। ইতোমধ্যে নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধির কারণে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কাজ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। ফলশ্রুতিতে বাস্তবায়নকারী সংস্থাকর্তৃক অসমাপ্ত কাজের জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে শাস্তি প্রদানকরত: চুক্তি বাতিল করে।

পরবর্তীতে অবশিষ্ট কাজের জন্য ওপেন মেথডের টেন্ডারিং মাধ্যমে নতুন ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান মেসার্স রাকা এন্টারপ্রাইজ-কে ২৫.০৯.২০১২ তারিখে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। নতুন এ কাজে চুক্তিমূল্য নির্ধারিত হয় ৮০৯.১১ লক্ষ টাকা এবং চুক্তির মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় ০৮ মাস যা অবশ্য পরবর্তিতে বৃদ্ধি করা হয়। এক্ষেত্রে কোন খ.উ আরোপ করা হয়নি।

➤ সামগ্রিক পর্যালোচনা :

- ❖ অধিকাংশ ক্রয় ওপেন টেন্ডারিং মেথডের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে।
- ❖ টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটিতে বহিঃসদস্যদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।
- ❖ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচারিত পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে।
- ❖ জিডি-১ প্যাকেজের ক্ষেত্রে টেন্ডার প্রক্রিয়া প্রতিযোগিতামূলক হয়নি।
- ❖ কার্য সম্পাদনে মূল চুক্তি অপেক্ষা অধিক সময়ে ব্যয় হয়েছে।

১৭। প্রকল্পটির বাস্তবায়নোত্তর প্রভাব (Impact) :

- ✓ প্রকল্পটির বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত প্রভাবগুলো ফুটে উঠেছে;
- ✓ পুরাতন সিটি সেন্টার, রেলওয়ে স্টেশন, ট্রাক টার্মিনালসহ সাহেব বাজার এলাকার যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে;
- ✓ যানজট ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে; এবং
- ✓ ড্রেনেজ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৮। প্রকল্পটির বাস্তবায়নের সুফল এর Sustainability:

Sustainability নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করছে :

- সঠিক ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং;
- বার্ষিক অপারেশন এন্ড মেইনটেইন্যান্স বাজেটের যথাপোযুক্ত ব্যয়;
- সর্বোপরি কাজের মান ও স্থায়িত্ব।

১৯। পর্যবেক্ষণ/বাস্তবায়ন সমস্যাাদি :

- ১৯.১ Time over run: প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র তুলনায় এর বাস্তবায়ন সময় উল্লেখযোগ্য হারে অতিক্রান্ত হয়েছে। মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকালের চেয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ০৪ (চার) বছর সময় বেশী (২০০%) লেগেছে। ফলে উপকারভোগীদের প্রকল্পের সুফল পেতে বিলম্ব ঘটেছে।
- ১৯.২ Cost over run: প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ডিপিপি'র তুলনায় বাস্তবায়ন ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় অপেক্ষা ১৯৯১.০০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে (৭৯.৬৬%)। মূল ভৌত নির্মাণ কাজের জন্য ৬০৪.৬৫ লক্ষ টাকা চুক্তি সম্পাদিত হলেও প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পাওয়ায় ঐ একই কাজ করতে ব্যয় হয়েছে ৮৭৬.৪৩ লক্ষ টাকা।
- ১৯.৩ ক্রয় প্রক্রিয়ায় ত্রুটি : প্রকল্পটির অনুমোদিত আরডিপিপি অনুসারে রাস্তা নির্মাণসহ আনুষংগিক ভৌত কাজের জন্য ০১টি লটের আওতায় ৯০১.৩৪ লক্ষ টাকা নির্ধারিত ছিল। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নির্ধারিত ০১ লটের ৯০১.৩৪ লক্ষ টাকার মধ্যে মাত্র ৮.৬৭ লক্ষ টাকার ভৌত নির্মাণ কাজে আলাদা টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মূল টেন্ডারের বাইরে ক্রয় কার্য সম্পাদন করা হয়েছে যা বাস্তবিক দৃষ্টিতে অযৌক্তিক ও বিধি পরিপন্থি।
- ১৯.৪. নিয়মিতভাবে ল্যাবরেটরী টেস্ট সম্পাদন না করা: প্রকল্পটির আওতায় ভৌত নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের ল্যাবরেটরী টেস্ট রিপোর্ট পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, ড্রেন ও ০১টি কালভার্ট নির্মাণের জন্য মাত্র ০১ বার করে রাজশাহীর এলজিইডি ল্যাবরেটরী হতে সিলিন্ডার ইট, বালু ও রডের টেস্ট সম্পাদন করা হয়েছে। নির্মাণ উপকরণের গুণগতমান নিশ্চিত করার স্বার্থে নিয়মিতভাবে ল্যাবরেটরী টেস্ট সম্পাদন করা আবশ্যিক।
- ১৯.৫ অব্যয়িত অর্থ ফেরৎ না দেয়া : প্রকল্পটির বাস্তবায়নে সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ৪৪৯০.২৩ লক্ষ টাকা এবং অত্র প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট অর্থ ছাড় করা হয়েছে ৪৪৯৭.২৩ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ব্যয় অপেক্ষা অতিরিক্ত ৭.০০ লক্ষ টাকা অর্থ ছাড় করা হলেও অব্যয়িত এই অর্থ প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সরকারী কোষাগারে ফেরৎ দেয়া হয়নি যা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থি।
- ১৯.৬ পিসিআর প্রণয়নে দুর্বলতা : মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনায় নিম্নবর্ণিত ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়ঃ
- ০৭ নং পৃষ্ঠায় প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ ও অর্থ ছাড়ের ক্ষেত্রে প্রকৃত ২১৭.০০ লক্ষ টাকা হলেও উল্লেখ রয়েছে ২৫০.০০ লক্ষ টাকা।
 - ০৯ নং পৃষ্ঠায় অডিট সংক্রান্ত কলামে সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা হয়নি।
 - ০৪ নং পৃষ্ঠায় প্রকৃত অগ্রগতির কলাম ভৌত অগ্রগতি মোট কত তা উল্লেখ করা হয়নি।
- ১৯.৭ পিআইসি ও স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভার সংস্থান না থাকা : প্রকল্প দলিলে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্পের সূষ্ঠা বাস্তবায়ন ও মনিটরিংয়ের স্বার্থে বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) সভা ও স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজনের সংস্থান না থাকায় জবাবদিহিতার অভাব ছিল এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে থেকে যথাযথ দিক নির্দেশনা পায়নি।
- ১৯.৮ পিসিআর প্রেরণে বিলম্ব : প্রকল্পটি সমাপ্ত হয় জুন, ২০১৪ সালে। প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) ০৩ মাসের মধ্যে আইএমইডিতে প্রেরণের বাধ্যবাধকতা থাকলেও বিলম্বে (প্রায় ০৭ মাস পরে) প্রেরণ করা হয়। বর্ণিতাবস্থায়, বিলম্বে পিসিআর প্রেরণের কারণে প্রকল্পটির যথাসময়ে প্রকৃত মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।

- ১৯.৯ এক্সটার্নাল অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি না হওয়া : প্রাপ্ত পিসিআর ও পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, অত্র প্রকল্পের উপর ০১ বার এক্সটার্নাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে তবে বেশ কয়েকটি অডিট আপত্তি রয়েছে যা এখনো নিষ্পন্ন করা হয়নি। পরিদর্শনকালে অত্র প্রকল্পের ২য় বার এক্সটার্নাল অডিট কার্যক্রম চলমান ছিল। আর্থিক স্বচ্ছতার স্বার্থে অত্র প্রকল্পের অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পন্ন করা প্রয়োজন।
- ১৯.১০ জনবল না থাকাঃ অত্র প্রকল্পের আওতায় ৮৪.৯৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০১টি হইল লোডার ক্রয় করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, ক্রয়কৃত হইল লোডারটি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক অবহিত করেন যে, আধুনিক এই হইল লোডারটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ও দক্ষ জনবল আরডিএতে না থাকায় এই যন্ত্রটির সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।

২০। সুপারিশ/ মতামত :

- ২০.১ প্রকল্প প্রণয়নকালে এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে যাতে প্রকল্পের Time over run ও Cost over run না ঘটিয়ে নির্ধারিত ব্যয় ও সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করা যায়। এতে সরকারের বাস্তবায়িত প্রকল্প যথাসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে এবং সরকারি অর্থের সদব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে (অনু: ১৯.১ ও ১৯.২);
- ২০.২ মূল টেন্ডার প্রক্রিয়ার বাইরে ক্ষুদ্র আকারে ক্রয় কার্যক্রম পরিচালনার যৌক্তিকতা বিধি বিধানের আলোকে হয়েছে কিনা তা মন্ত্রণালয় পরীক্ষা করে বিষয়টি আইএমইডি-কে অবহিত করবে (অনুঃ ১৯.৩);
- ২০.৩ ভৌত নির্মাণ উপকরণাদির মান নিশ্চিত করার স্বার্থে সকল নির্মাণ উপকরণাদির ল্যাবরেটরি টেষ্ট নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করত: তার যথাযথ ব্যবহার বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক নিশ্চিত করতে হবে (অনু:১৯.৪);
- ২০.৪ প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে যথাসময়ে ফেরৎ না দেয়ার কারণ আইএমইডি এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে এবং আগামী ০৭ দিনের মধ্যে অব্যয়িত অর্থ ফেরৎ দেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (অনু:১৯.৫);
- ২০.৫ প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সঠিকভাবে পূর্ণাঙ্গ তথ্য সম্বলিত পিসিআর প্রণয়ন করতে হবে যা গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে (অনু:১৯.৬);
- ২০.৬ প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও মনিটরিংয়ের স্বার্থে ডিপিপিতে পিআইসি ও স্ট্রিয়ারিং কমিটির সংস্থান নিশ্চিতকরত: নিয়মিতভাবে পিআইসি ও স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজনে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে (অনু:১৯.৭);
- ২০.৭ প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে আবশ্যিকভাবে আইএমইডিতে পিসিআর প্রেরণের বিষয়টি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে (অনু:১৯.৮);
- ২০.৮ আর্থিক স্বচ্ছতার স্বার্থে প্রকল্পটির অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে (অনু:১৯.৯);
- ২০.৯ প্রকল্পের আওতায় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের পূর্বে তার পরিচালনা ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রয়োজনীয় জনবলের সংস্থান নিশ্চিত করতে হবে (অনু:১৯.১০); এবং
- ২০.১০ অনুচ্ছেদ ২০.১ হতে ২০.৯ পর্যন্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থাবলী আগামী ০১ মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।